NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ প্রার্থী ঘোষণার পরেই আত্মবিশ্বাসী বিজেপি, জয়ের বার্তায় সরব প্রার্থীরা

পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী অভয়ার মা ৩

কলকাতা ২০ মার্চ ২০২৬ ৫ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.03.2026, Vol.19, Issue No. 277, 8 Pages, Price 3.00

বামেদের চমক বালিগঞ্জে আফরিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আবহে প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে গতি বাড়াল বামফ্রন্ট। দ্বিতীয় দফায় ৩২টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে সংগঠনগত বার্তা স্পষ্ট করল তারা। প্রথম তালিকায় বিপুল সংখ্যক নাম ঘোষণার পর এই দফায় বেছে নেওয়া কেন্দ্রগুলিতে কৌশলগতভাবে প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছে।

এই তালিকায় জয়নগরে অপূর্ব প্রামাণিক, টালিগঞ্জে পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, চাঁচলে আনোয়ারুল হক, রানিনগরে জামাল হোসেনকে প্রার্থী করেছে সিপিএম। ভবানীপুরে শ্রীজীব বিশ্বাস এবং বালিগঞ্জে আফরিন বেগম শিল্পী, দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে নতুন মুখ তুলে এনে শহুরে লড়াইয়ে জোর দিতে চাইছে বামেরা।

কুলতলিতে রামশঙ্কর হালদার, ডায়মন্ড হারবারে সমরেন্দ্রনাথ নাইয়া, মেটিয়াবুরুজে মণিরুল ইসলাম এবং পাঁশকুড়া পূর্বে ইব্রাহিম আলির মতো প্রার্থীদেরও সামনে আনা হয়েছে। অন্যদিকে গোপীবল্লভপুরে বিকাশ সারেঙ্গি এবং আসানসোল উত্তরে অখিলেশ কুমার সিং, এই আসনগুলিতে সিপিআই প্রার্থী দিয়েছে। কালচিনিতে আরএসপি প্রার্থী পাসাং শেরপাকে লড়াইয়ে নামানো হয়েছে। তালিকায় ৩২ জনের মধ্যে ১১ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং তিনজন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন, যা সামাজিক ভারসাম্যের দিকটি তুলে ধরছে। বামফ্রন্টের এক নেতার কথায়, 'নতুন প্রজন্ম এবং অভিজ্ঞতার মিশ্রণ রেখেই তালিকা করা হয়েছে। মানুষ বিকল্প চাইছে, আমরা সেই লড়াইয়ে আছি।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট কিছু আসনে জোর দিয়ে প্রার্থী ঘোষণা করা বামেদের সুপরিকল্পিত কৌশল। এখন দেখার, এই নতুন মুখ ও সংগঠনের সমীকরণ ভোটবাক্সে বামেদের খাতা খুলতে সক্ষম করবে কিনা সেটাই দেখার।

নতুন মুখ আর অভিজ্ঞতায় ২য় তালিকা পদ্মের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হতেই প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে গতি বাড়াল বিজেপি। প্রথম দফার ঘোষণার পর দ্বিতীয় তালিকায় ১১২ জনের নাম সামনে এনে গেরুয়া শিবির কার্যত স্পষ্ট করে দিল, কৌশলগত দিক থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চমকের জায়গা খোলা রাখতেই চাইছে তারা। এখনও ৩৮টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা বাকি, যা ঘিরে জল্পনা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।

প্রথম তালিকাতেই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একসঙ্গে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর-মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে তিনি লড়াইকে দ্বিমুখী গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয় তালিকাতেও সেই আক্রমণাত্মক সুর অটুট রেখেছে বিজেপি।

হিঙ্গলগঞ্জে রেখা পাত্র, শ্যামপুরে হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, মাথাভাঙায় নিশীথ প্রামাণিক, জগদ্দলে প্রাক্তন আইপিএস রাজেশ কুমার, নতুন মুখের মাধ্যমে স্থানীয় সংগঠনকে চাঙা করার চেষ্টা স্পষ্ট। পাশাপাশি নোয়াপাড়ায় অর্জুন সিং, ব্যারাকপুরে কৌস্তভ বাগচী, টালিগঞ্জে পাপিয়া অধিকারীর মতো পরিচিত মুখকে সামনে এনে ভোটযুদ্ধে অভিজ্ঞতার ভারসাম্য রাখার কৌশল নিয়েছে দল। এগরায় দিব্যেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করাও তাৎপর্যপূর্ণ, যা পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব, দুইয়ের সমন্বয়

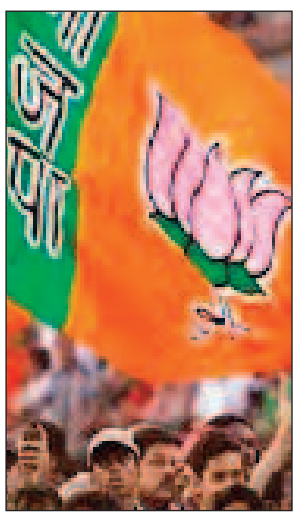

হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে প্রার্থী বদল ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। দলীয় মহলের একাংশের বক্তব্য, 'মাঠের বাস্তবতা বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জয়ের সম্ভাবনাই এখানে একমাত্র মানদণ্ড।' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করে দেওয়ায় লড়াই আরও সরাসরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, 'ধাপে ধাপে প্রার্থী ঘোষণা করে চাপ তৈরি রাখার চেষ্টা করছে বিজেপি, এটাই তাদের কৌশলগত চাল।'

এখন সব নজর বাকি ৩৮টি আসনের দিকে। শেষ তালিকায় কারা জায়গা পান, তার ওপরই অনেকটাই নির্ভর করবে ভোটের আগাম সমীকরণ।

এসআইআরে জরুরি আলোচনা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর সংক্রান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় কলকাতা হাইকোর্টে বুধবার জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টা নাগাদ প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বে এই বৈঠক শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং স্বরাষ্ট্রসচিব।

বৈঠকে মূলত দুটি বিষয় উঠে আসে-সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং বিচারকদের নিরাপত্তা। সূত্রের খবর, এসআইআর-এর অধীনে বিবেচনাধীন ভোটারদের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রথম অতিরিক্ত তালিকা আজ প্রকাশিত হতে পারে। তার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে, সেই বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা না আসে, তা নিশ্চিত করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল।

নির্বাচনকে সামনে রেখে এসআইআর ইস্যুতে যে গুরুত্ব দিচ্ছে বিচারব্যবস্থা, এই বৈঠক তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

আমলা বদলিতে কমিশনকে পত্রবোমা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন রাজ্যের আমলা ও পুলিশকর্তাদের ঢালাও বদলির প্রতিবাদে সরাসরি রাজ্যের মানুষকেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে পশ্চিমবঙ্গকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে।

সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, নির্বাচন ঘোষণার আগেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি, এডিজি, আইজি, ডিআইজি, জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার-সহ ৫০ জনেরও বেশি শীর্ষ আধিকারিককে 'একরকম একতরফা ও অযৌক্তিকভাবে' সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং 'চূড়ান্ত পর্যায়ের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ'।

বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে দীর্ঘ পোস্ট করে এনিয়ে সমালোচনা করেছিলেন তিনি। আর সন্ধ্যায় কার্যত 'পত্রবোমা' ফাটালেন! মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তিন পাতার চিঠি লিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কমিশনের কাজকর্মে তিনি স্তম্ভিত। যেভাবে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ব্যাপক হারে রদবদল করা হয়েছে, তাতে রাজ্যের কার্যকলাপ ধাক্কা খাচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরে থমকে গিয়েছে কাজ। এটা প্রত্যাশিত নয় বলে অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

রাজ্যের শীর্ষ আমলাদের একতরফা বদলির সিদ্ধান্তে কালবৈশাখীর মরশুমে দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যাহত হতে পারে বলে অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন

আহ্বান গণ-প্রতিরোধের

কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছেন। এই সময়ে শীর্ষ আধিকারিকদের সরিয়ে দিলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলাতে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে বৃহস্পতিবার পাঠানো চিঠিতে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, মার্চ-এপ্রিল মাস বাংলায় ঝড়-বৃষ্টির মরশুম। এই সময় উদ্ধার ও ত্রাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অভিজ্ঞ আধিকারিকদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণার পরপরই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ায় সেই সমন্বয় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, নিরপেক্ষ থাকার কথা যে সব প্রতিষ্ঠানের, সেগুলিকেই পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিককরণ করা হচ্ছে, যা সংবিধানের উপর সরাসরি আঘাত। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় গুরুতর অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কমিশনের ভূমিকা পক্ষপাতদুষ্ট এবং তা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'একদিকে সরানো হচ্ছে, অন্যদিকে তাঁদেরই অন্যত্র দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।' পরিস্থিতিকে 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা'-র সঙ্গে তুলনা করে তিনি আশ্বাস দেন, 'ভয় দেখিয়ে বাংলার মানুষকে চুপ করানো যাবে না, শেষ কথা বলবে জনগণই।' ভোটার তালিকার সাপ্লিমেন্টারি তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করেই এই বিলম্ব হচ্ছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। কমিশনের সিদ্ধান্তে অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যাঁদের নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে রাখা যাবে না বলে জানানো হচ্ছে, তাঁদেরই আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অন্য রাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে। শিলিগুড়ি ও বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারদের পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্তের ফলে গুরুত্বপূর্ণ দুই শহর কার্যত নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল বলেও অভিযোগ তাঁর।

বিজেপিকেও এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, কেন বাংলাকে বারবার নিশানা করা হচ্ছে এবং কেন সাধারণ মানুষকে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে আনার একটি সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। এটা কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী পদক্ষেপ।' একই সঙ্গে রাজ্যের আমলা ও পুলিশকর্তাদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য তাঁদের টার্গেট করা হচ্ছে। বাংলা কোনওদিন মাথা নোয়ায়নি, ভবিষ্যতেও নোয়াবে না।' শেষে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, 'বাংলা লড়বে, বাংলা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং বাংলার মাটিতে কোনও বিভাজনমূলক রাজনীতি সফল হতে দেবে না।' ভোটের আগে কমিশন ও শাসক দলের এই সংঘাত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষক পুলিশের শীর্ষ কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন রাজ্য থেকে বিধান নগর ও শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সহ ১৫ জন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে তামিলনাড়ু ও কেরলে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে। তাঁদের অবিলম্বে দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পর্যবেক্ষক হিসেবে যাঁদের পাঠানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রশিদ মুনির খান, সন্দীপ কাররা, প্রিয়ব্রত রায়, প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, মুকেশ, মুরলীধর শর্মা, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, ধৃতিমান সরকার, সি সুধাকর, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমনদীপ, আকাশ মাঘারিয়া, অলোক রাজোরিয়া এবং সৈয়দ ওয়াকার রাজা। ভোট ঘোষণার পর এই আইপিএস আধিকারিকদের নিজেদের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে ফের তাঁদের অন্যত্র নিয়োগ করা হয়। বিধান নগরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা ও শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা ও আমন দীপকে তামিলনাড়ুর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও

নির্বাচন কমিশন নতুন করে রাজ্যের আইপিএস আধিকারিক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধৃতিমান সরকারকে কেরল, সন্দীপ কাররাকে নাগাল্যান্ড উপনির্বাচনে পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে।

যদিও এ হেন পরিস্থিতিতে আপাতত স্থগিত রাখল দুই আইপিএস আধিকারিকের বদলি। মুরলীধর শর্মা বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার পদেই থাকছেন। ওয়াকার রাজাও শিলিগুড়ির কমিশনার হিসেবেই বহাল থাকবেন। এর আগে তাঁদের ভিনরাজ্যে নির্বাচনী দায়িত্বে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু নতুন নির্দেশে সেই সিদ্ধান্তে বদল করেছে কমিশন।

প্রশাসনিক মহলে এই হঠাৎ বদল ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। এক আধিকারিকের কথায়, 'পরিস্থিতি বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত বদল।' যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও তীব্র। বিরোধীদের দাবি, 'এই পদক্ষেপ প্রমাণ করছে কমিশন অবাধ ভোট করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' যদিও শাসক শিবিরের একাংশের অভিযোগ, 'এভাবে হস্তক্ষেপ প্রশাসনিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে।'

সব মিলিয়ে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কমিশন। কঠোর নজরদারি ও কৌশলগত বদলির মাধ্যমে ভোটকে স্বচ্ছ রাখার বার্তাই দিচ্ছে তারা।

রাজ্যপাল-প্রশাসন বৈঠকে ভোটের চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার লোকভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা বৈঠক করেন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ।

কলকাতা হাইকোর্টে হওয়া বৈঠক শেষ করে সরাসরি লোকভবনে যান তাঁরা। প্রশাসনের তরফে এই সাক্ষাৎকে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা হলেও, লোকভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক চলে বলে সূত্রের খবর। দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম বার কোনও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল রবি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আদর্শ আচরণবিধি জারি হওয়ার পর রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি।

রাজ্যপাল সকল আধিকারিককে নির্দেশ দেন যে, রাজ্যে আইনের শাসনের একটি সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুষ্কৃতী ও আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ শপথ নেওয়ার পর এটাই রাজ্যপালের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক। এর আগে ভোট ঘোষণার দিনই নির্বাচন কমিশন মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব পদে রদবদল করে। ওই দুই পদে যথাক্রমে দুষ্মন্ত নারিয়াল ও সংঘমিত্রা ঘোষকে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের সঙ্গেই এ দিন প্রথমবার বৈঠকে বসলেন রাজ্যপাল।

লোক ভবন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এখনও রাজ্যপালের দপ্তরের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গড়ে ওঠেনি। তিনি ইতিমধ্যেই সচিব চেয়ে পাঠিয়েছেন। তবে দপ্তর পুরোপুরি সাজানোর আগেই রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছেন তিনি। ভোটের আবহে প্রশাসনের সঙ্গে এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সৌদি-কাতারের তেল ভাণ্ডারে ইরানের হামলা

আবু ধাবি, ১৯ মার্চ: ইরানের শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে তেহরানে অভিযান চালিয়েছিল আমেরিকা এবং ইজরায়েল। তিন সপ্তাহ পর সেই যুদ্ধ ভয়ানক রূপ নিয়েছে। যার নাম 'জ্বালানি যুদ্ধ'। বর্তমানে এই জ্বালানি যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে গোটা বিশ্ব। বুধবার রাতে কাতারের প্রাকৃতিক গ্যাসের বৃহত্তম ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তেহরান। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কাতার এবং সৌদি আরবের তেল শোধনাগারগুলিকে পরপর আক্রমণ করল ইরানি সেনা।

উপকূলীয় এই গ্যাসঘাঁটিতে হামলার পরই প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইরান। ইতিমধ্যে প্রত্যাঘাত করেও ফেলেছে। কাতারের অন্যতম বড় গ্যাস ঘাঁটি রাস লাফানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে তেহরান। কাতার তো বটেই, এটি প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশ্বের অন্যতম বড় ঘাঁটি। এদিকে, আমেরিকাকে না জানিয়েই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল।

এমনটাই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম বড় ঘাঁটি সাউথ পার্স। পারস্য উপসাগরের কাছে এই গ্যাস ঘাঁটিতে হামলা হয়। আমেরিকা এবং ইজরায়েল যৌথ ভাবেই ওই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ তুলছিল ইরান। তবে ট্রাম্পের দাবি, ওই হামলার বিষয়ে আমেরিকা কিছু জানতই না। ইজরায়েল তাদের না জানিয়েই হামলা করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন ট্রাম্প। দাবি করেন, ইজরায়েল তাঁদের না জানিয়েই ইরানের গ্যাস ঘাঁটিতে হামলা করেছিল।

সংবাদসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার লোহিত সাগরের ইয়ানবু বন্দরে অবস্থিত সৌদির সরকারি তেল পরিশোধন সংস্থা আরামকোর সামরেফ শোধনাগারটি বিমান হামলা চালিয়েছে তেহরান। এর ফলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক তেল সরবরাহ ঝুঁকির মুখে পড়েছে। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ হিসাবে উঠে এসেছে সৌদির ইয়ানবু বন্দর। কিন্তু এবার সেখানেই হামলা চালাল ইরান। সৌদির পাশাপাশি কুয়েতের মিনা আল আহমাদি তেল শোধনাগারেও আক্রমণ করেছে তেহরান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ভারতে এমনিতেই গ্যাস সংকট তৈরি হয়েছে। কিন্তু ইরানের 'জ্বালানি যুদ্ধে' পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। বিশেষ করে বুধবার রাতে কাতারের প্রাকৃতিক গ্যাসের বৃহত্তম ঘাঁটিতে হামলার পর। কারণ, দেশের মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের ৫০ শতাংশ আসে বাইরে থেকে। শুধু তা-ই নয়, প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য কাতারের উপর ভারত ভীষণভাবে নির্ভরশীল। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ কিরিট পারিখ বলেন, 'এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতে গ্যাসের ব্যবহার কমাতে হতে পারে, বিশেষ করে শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে।'

মোদীর শান্তির বার্তা ফরাসি রাষ্ট্রপতি-ওমানের সুলতানকে

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: তেল-গ্যাসের ভাণ্ডারে আক্রমণ শানাচ্ছে ইরান। কার্যত বন্ধ করে রেখেছে হরমুজ প্রণালী। ফলে ভারতের শক্তিসম্পদ আমদানি নিয়ে ক্রমেই বাড়ছে আশঙ্কা। এহেন পরিস্থিতিতে একাধিক দেশের প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার তিনি কথা বলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে। এছাড়াও ওমানের সুলতান হাইতাম বিন তারিক এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গেও কথা বলেছেন মোদী।

বুধবার রাতে কাতারের প্রাকৃতিক গ্যাসের বৃহত্তম ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র চালায় তেহরান। তার রেশ কাটতে না কাটতেই কাতার এবং সৌদি আরবের তেল শোধনাগারগুলিতে ইরান হামলা চালিয়েছে। এহেন হামলার ফলে শক্তিসম্পদ আমদানি-রপ্তানি নিয়ে বাড়ছে সংশয়। তেল-গ্যাসের ভাঁড়ারে হামলা হলে চাপ বাড়বে ভারতেরও। এহেন পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লিও বরাবরের মতো চাইছে, অবিলম্বে যুদ্ধ থামুক। বৃহস্পতিবার তিন রাষ্ট্রপ্রধানকে ফোন করে সেকথাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এক্স হ্যান্ডেলে মোদী লেখেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা হল পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে। সেখানে যত দ্রুত সম্ভব সংঘাত থামানো দরকার। কূটনীতি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে হবে। ওই অঞ্চল-সহ সর্বত্রই শান্তি এবং স্থিতাবস্থা ফেরাতে একযোগে কাজ করবে ভারত এবং ফ্রান্স।' উল্লেখ্য, সপ্তাহদুয়েক আগেও ম্যাক্রোঁকে ফোন করেছিলেন মোদী। প্রথম থেকেই যুদ্ধ নিয়ে ভারত এবং ফ্রান্সের অবস্থান প্রায় একইরকম। সামরিক অভিযান থামিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বার্তা দিয়েছে দুই দেশই।

অন্যদিকে, ওমানের সুলতানকে ফোন করে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদী। ইরানের হামলায় বেশ কয়েকবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ওমান। সেই প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ এবং মুক্ত হরমুজ প্রণালীর দাবিতে ওমানের সঙ্গেই রয়েছে ভারত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২২৮২ নং এফিডেভিড বলে আমি Sabir Kalendar S/o. Alauddin Kalendar, R/o. Sekhpukur, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Nagma Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 1766, dt. 26.11.2013, D.O.B. 05.09.2013) আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Sabir Kalendar-এর পরিবর্তে Md Sabir Kalender, আমার স্ত্রী/কন্যার মাতার সঠিক নাম Salma Khatun-এর পরিবর্তে Salma Bibi, লিপিবদ্ধ আছে। আমি/কন্যার পিতা Sabir Kalendar ও Md Sabir Kalender, আমার স্ত্রী/কন্যার মাতা Salma Khatun ও Salma Bibi, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৯৪১ নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Ajad S/o. Sk Anarul, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 3367, dt. 31.12.1998, D.O.B. 15.11.1998) আমার পিতার সঠিক নাম Sk Anarul-এর পরিবর্তে Md Anrul ও ঠিকানা Mahadebpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B.,-এর পরিবর্তে Mahadeb, Pandua, Hooghly-712149, W.B., লিপিবদ্ধ আছে এবং আমার মাতার সঠিক নাম Korima Bibi যাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই আমার পিতা Sk Anarul ও Md Anrul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Jagannath Behara S/o. Bhagirathi Behara ও Jagannatha Behera S/o. Bhagirathi Behera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Abdul Samirul & Abdul Samirul, আমার পিতা Shekh Hamid & Abdul Hamid ও আমার মাতা Serina Bibi & Serina Begam, সাকিম কামালপুর, খামারগাছি, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১০/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪১ নং এফিডেভিড বলে আমি Sibani Murmu W/o. Baidyanath Saren, R/o. Balidaha, Gurap, Hooghly-712303, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Shovona Saren) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 475, dt. 03.03.2010) আমার/কন্যার মাতার সঠিক নাম Sibani Murmu-এর পরিবর্তে Sibani Saren লিপিবদ্ধ আছে। আমি/কন্যার মাতা Sibani Murmu ও Sibani Saren সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৬১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Sarkar ও Prodip Sarkar S/o. Pranballav Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ), নবদ্বীপ, নদীয়া
মিস (প্রোবেট) কেস নং- ১২/২০২৪
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারীগন মঞ্জুশ্রী দাসের ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। আদালতের শীলমোহর যুক্তে এই নোটিশ দেওয়া হইল।

তপশীল

জেলা- নদীয়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তর্গত ১৩ নং ওয়ার্ডের পোড়ামাতলা রোডস্থ ১৩৫ ও ১৩৬ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি- **মৌজা-** ২০ নং, নবদ্বীপ। **খতিয়ান আর.এস-** ২০২৫-২১৬৪, এল.আর ৯২২৯। **দাগ-** আরএস ১৬৬১, এল.আর ৪০০২। **শ্রেণী-** বাড়ী। **পরিমান-** ২.৫০ শতক জমি।

Sheristader
Ashis Biswas
Civil Judge (Jr. Divn.)
Nabadwip, Nadia

In the Court of the District Delegate at Midnapur
Ref. Probate Case No 17/2024
Probir Kumar Das .... Petitioner
-VS-
Gita Rani Das and others
NOTICE
D/F – 21/05/26

It is hereby informed that **Prafulla Chandra Das**, S/O late Debendra Chandra Das, died on 18.12.2020 at R.N. Tagore International Institute of Cardiac Sciences, Kolkata-99. He made a **will no. III-22/15** executed on 17.08.2015. The petitioner has filed the above Probate Case for grant of probate of the said will.
If anybody has any objection in respect thereof he can file objection within 30 days from the date hereof either in person or through advocate or else it will be heard ex-parte.

SCHEDULE

Dist-Paschim Medinipur, P.S Kharagpur (L) and Sub Registry Office- Kharagpur Mouza- Talbagicha, Alias - Kuchlatari, J.L no 145, R.S Khatian no 146, Rayata Sthitiban Swatwa, Plot no. 46, Area 7dec (leaving 3 dec already sold out) together with a two storied pukka building standing thereon. Bounded by On the North: Subinoy Biswas & Anup Dey On the South: Sibu Sen, On the East: 8 ft wide road & thereafter Madhu Chatterjee, On the West: Bachhu Basak.
By Order
Barun Kr Santra (Seristadar)
District Delegate Court Midnapur

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সনৎ দাস ও ২)শ্রী শ্যামল দাস,** উভয়ের পিতা ৺সাধন সনাতন দাস, সাকিম ৩৭০ ঘুটিয়াবাজার কালিতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়দ্বয় বিগত ইংরাজি ০৪/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02820/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মনজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, জে.এল নং ১০, হাল এল. আর. ৬০৪৩ ও ৬০৫৭ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৩৫৫৩ তথা হাল এল. আর. ৩৯৭৯ নং দাগে বাগান/ভিটি জমি ষোল আনায় ০.৩৯২ একর তন্মধ্যে ০২ কাঠা ১৪ ছটাক ০৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং ০৯/০৩/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস. আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02772/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সীমা সরকার ওরফে সীমা পাল সরকার** পিতা ৺কিরন সরকার সাকিম রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন এবং অন্যান্য ক্রেতাগণকে বিক্রয় করিতেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সীমা সরকার ওরফে সীমা পাল সরকার** পিতা ৺কিরন সরকার এবং অন্যান্য ক্রেতাগণ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০শে মার্চ। ৫ই চৈত্র। শুক্র বার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মীন রাশি, অষ্টত্তরী শুক্রে র বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা কাল, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অপসারিত ৯ জেলাশাসককে নতুন দায়িত্ব, কলকাতার দুই ডিইও বদলি পদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে অপসারিত রাজ্যের ১০ জেলাশাসকদের মধ্যে ৯ জনকে নতুন পদে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি কলকাতার দুই অপসারিত জেলা নির্বাচনী আধিকারিককেও নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে নতুন পদে যোগ দিতে হবে।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অপসারিত জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনাকে সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের সচিব করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের প্রাক্তন জেলাশাসক আয়েশা রানিকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব পদে আনা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মীনাকে কৃষি দপ্তরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে। নদিয়ার প্রাক্তন জেলাশাসক নিখিল নির্মল পেয়েছেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিবের দায়িত্ব। মালদার প্রাক্তন জেলাশাসক প্রীতি গয়ালকে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার প্রাক্তন জেলাশাসক সিয়াদ এন-কে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে পাঠানো হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন জেলাশাসক অভিজিৎ তুকারামকে পশুসম্পদ দপ্তরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে। কোচবিহারের প্রাক্তন জেলাশাসক রাজু মিশ্রকে পরিবহণ দপ্তরের বিশেষ সচিব এবং জলপাইগুড়ির প্রাক্তন জেলাশাসক রবিপ্রকাশ মীনাকে গণশিক্ষা বিভাগের বিশেষ সচিব করা হয়েছে।

এছাড়াও কলকাতা উত্তরের অপসারিত জেলা নির্বাচনী আধিকারিক অংশুল গুপ্তকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে। কলকাতা দক্ষিণের প্রাক্তন ডিইও সুমিত গুপ্তকে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিব পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের মুখে প্রশাসনিক স্তরে একাধিক রদবদলের মধ্যে এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

হাইকোর্টে শুভেন্দু, চাইলেন তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলার খতিয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহ গরম হতেই রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি আইনি মঞ্চেও সক্রিয় হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দায়ের হওয়া অভিযোগ ও মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা জানতে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। নির্বাচনের আগে এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক অন্দরে নতুন করে জল্পনা দানা বাঁধছে।

বৃহস্পতিবার তাঁর আইনজীবী অনীশ মুখোপাধ্যায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আবেদন পেশ করেন। আদালতে তাঁর সওয়াল, বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কতগুলি ফৌজদারি মামলা বা এফআইআর নথিভুক্ত রয়েছে, তার নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন। সেই তথ্য সরকারি ভাবে সংগ্রহ করতেই আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। বিচারপতি আবেদনটি গ্রহণ করেছেন; আগামী ২৪ মার্চ শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীদের হলফনামায় নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মামলার বিস্তারিত উল্লেখ করতে হয়। সেই প্রেক্ষিতেই এই আইনি উদ্যোগ বলে দাবি আবেদনকারীর পক্ষের।

শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় প্রচুর মিথ্যে কেসে বিরোধী দলনেতাকে ফাঁসানো হয়েছে। সঠিক তথ্য দেওয়া হয়নি, তাই আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ময়নার বিজেপি প্রার্থী অশোক দিন্দাও একই দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। পরপর এই ধরনের পদক্ষেপে প্রশ্ন উঠছে; এ কি প্রশাসনিক স্বচ্ছতার দাবি, নাকি ভোটের আগে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চাল? এখন নজর আদালতের পর্যবেক্ষণের দিকে, যা নির্বাচনী সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

সিপিএমকে তোপ অভয়ার বাবা-মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি থেকে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন বলে নিজেই জানিয়েছেন আরজি কর-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার মা। আর তারপরেই সিপিএম ও বামপন্থীদের তীব্র নিশানা করলেন নিহত পড়ুয়ার বাবা-মা। নিহত পড়ুয়া (অভয়া)-র মা বলেছেন, আমাদের বিচার পাওয়ার লড়াইটা দিন দিন কঠিনতর হচ্ছে। তাই মনে করেছি ক্ষমতা হাতে পাওয়া দরকার। না হলে বিচার পাওয়া আরও কঠিন হবে। সিপিএম যে ভাবে আমার মেয়েকে ভোট ময়দানে এনে নিজেদের পায়ের তলার জমি শক্ত করছে, ভোট কাটাকাটি করে তৃণমূলকে জিতিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেখান থেকে মনে হয়েছে আমার আসা দরকার। আমি নিজেই ফোন করে প্রার্থী হতে চাই বলেছি (বিজেপিকে)। সিপিএমের বিরুদ্ধে বিজেপি যেভাবে 'ভোট কাটাকাটি করে তৃণমূলের সুবিধা' করার অভিযোগ তোলে, সেই সুরেই সরব হয়েছেন নিহত পড়ুয়ার বাবা-মা। নিহত পড়ুয়ার বাবা বলেছেন, আন্দোলন করে কী লাভ? তৃণমূল সরকারকেই যদি পশ্চিমবঙ্গে রেখে দেয় ভোট কাটাকাটি করার অঙ্কে। ৩৪ বছরের বামপন্থীরা চলে গিয়েছেন। কিন্তু তৃণমূলকে ক্ষমতায় রাখায় বামপন্থীদের বিরাট ভূমিকা। আমাদের এখানে যিনি লোকসভায় জিতেছেন, বামেরা ভোট কেটেছিল বলেই জিতেছেন।

আরজি কর-কাণ্ড ঘিরে তৈরি হওয়া আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, বিচারের জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতেই অনেকে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। যাঁরা আন্দোলন করেছেন, কেউ আমার মেয়ের বিচারের স্বার্থে করেনি। আমরা কী অবস্থায় আছি, কতটা এগিয়েছি, কতটা পিছিয়েছি, কেউ জানেন না। যাঁরা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও কেউ জানেন না। প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য খারাপ ছিল ওঁদের। অভয়ার বাবা-মায়ের দাবি, তাঁদের মেয়ের মৃত্যুকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি কল্পনা সরকার গত ইং ১৪.০৭.১৯৯৬ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রি আমমোক্তার দাতা- ১। সুনন্দা মৈত্র, ২। সুমিত্রা ভট্টাচার্য, ৩। কেয়া চক্রবর্তী, ৪। পূজা ভাদুড়ী, ৫। দীপাম্বিতা চক্রবর্তী গন দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার গ্রহীতা-সুপ্রিয়া ভাদুড়ী আমমোক্তার নং. IV-207/93 হইতে শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে হইতে I-6676/2001 তাং ২০.০৭.২০০১ দলিল দ্বারা নিম্নলিখিত তপশীল-এর জমি দানপত্র মূলে পাইয়াছি।
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-৩১৩৯, এল.আর. দাগ নং. ২৬২৯, জমির পরিমান ০১ কাঠা।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
বিনীত
কল্পনা সরকার

বীজপুরে মিরাকল ঘটবে: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির বাকি প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বীজপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে তরুণ ব্রিগেডের সুদীপ্ত দাসকে। সুদীপ্তের নাম ঘোষণা হতেই আনন্দে গা ভাসালেন তাঁর অনুগামীরা। নাম ঘোষণা হতেই প্রার্থীর সমর্থনে ব্যানারও লাগিয়ে ফেলেছেন দলীয় কর্মীরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ্তের প্রতিক্রিয়া, বীজপুরের মানুষ মিরাকেল ঘটাবে। এবার বীজপুরের মানুষের জয় হবে। সুদীপ্তের কথায়, বড় দায়িত্ব দল তাঁর কাঁধে সঁপে দিয়েছে। ঝড়-ঝাপটা থেকে রাজনৈতিক অভিভাবক অর্জুন সিং ঢাল হিসেবে বরাবর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যেমন অর্জুন সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ, তেমনি দলের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন। তিনি জানান, শুক্রবার থেকেই তিনি প্রচারে নামবেন। সুদীপ্তের দাবি, বীজপুরের লড়াই মোটেই কঠিন নয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি রাজনীতির ময়দানে। বীজপুরের মানুষের মধ্যে থেকেই তিনি উঠে এসেছেন। বীজপুরের মানুষই তাঁর হাতিয়ার। বাংলায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাঁচাতে এই নির্বাচনে সিপিএমকে বিজেপিকে জেতানোর পরামর্শ দিলেন গেরুয়া শিবিরের নতুন মুখ সুদীপ্ত দাস।

উন্নয়নের বার্তা নিয়েই ভোটের ময়দানে লাভলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলি মৈত্র আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন। মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়েই তিনি আবারও ভোটের ময়দানে নেমেছেন। নিজের বক্তব্যে লাভলি মৈত্র স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, মানুষের পাশে থাকা তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য এবং সেই পথেই তিনি অটল রয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের সঙ্গে ছিলাম, মানুষের পাশে ছিলাম, এখনও আছি। এই নির্বাচনেও আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। আগেরবার মানুষের যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছিলাম, এবার তার থেকেও বেশি আশীর্বাদ পাব বলে আমরা আশাবাদী। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, আগের জয়ের স্মৃতি ও মানুষের সমর্থন তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। লাভলি মৈত্র আরও জানান, সোনারপুর দক্ষিণকে একটি মডেল বিধানসভা হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, যেসব কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেগুলো দ্রুত শেষ করাই আমাদের অগ্রাধিকার। পাশাপাশি নতুন নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বিজেপির দ্বিতীয় তালিকা

	বিধানসভা নাম ও নম্বর	প্রার্থীর নাম
১	১. মেকলিগঞ্জ	দধিরাম রায়
২	২. মাথাভাঙ্গা	নিশীথ প্রামাণিক
৩	১৪. মাদারিহাট	লক্ষ্মণ লিম্বু
৪	১৫. ধূপগুড়ি	নরেশ চন্দ্র রায়
৫	১৬. ময়নাগুড়ি	কৌশিক রায়
৬	১৭. জলপাইগুড়ি	অনন্ত দেব অধিকারী
৭	২০. মাল	শুক্রা মুন্ডা
৮	২২. কালিম্পং	ভরত ছেত্রী
৯	২৩. দার্জিলিং	নোমান রাই
১০	২৪. কার্শিয়াং	সোনম লামা
১১	২৮. চোপড়া	শঙ্কর অধিকারী
১২	৩৬. ইটাহার	সবিতা বর্মন
১৩	৪৬. হরিশচন্দ্রপুর	রতন দাস
১৪	৫৪. বৈষ্ণবনগর	রাজু কর্মকার
১৫	৫৫. ফারাক্কা	সুনীল চৌধুরী
১৬	৫৬. সামশেরগঞ্জ	ষষ্ঠী চরণ ঘোষ
১৭	৫৮. জঙ্গিপুর	অ্যাড. চিত্তো মুখোপাধ্যায়
১৮	৬০. সাগরদিঘি	তাপস চক্রবর্তী
১৯	৬৩. রানীনগর	রানা প্রতাপ সিং রায়
২০	৬৫. নবগ্রাম	দিলীপ সাহা
২১	৬৬. খড়গ্রাম	মিতালী মাল
২২	৬৭. বড়ওয়ান	সুখেন কুমার বাগদী
২৩	৬৮. কান্দি	গার্গী দাস ঘোষ
২৪	৬৯. ভরতপুর	অনামিকা ঘোষ
২৫	৭৮. তেহট্ট	সুব্রত কবিরাজ
২৬	৮১. নাকাশিপাড়া	শান্তনু দে
২৭	৮২. চাপড়া	সৈকত সরকার
২৮	৮৪. নবদ্বীপ	শ্রুতি শেখর গোস্বামী
২৯	৮৫. কৃষ্ণনগর দক্ষিণ	সাধন ঘোষ
৩০	৮৮. কৃষ্ণগঞ্জ	শ্রী সুকান্ত বিশ্বাস
৩১	৯০. রানাঘাট দক্ষিণ	ডা. অসীম কুমার বিশ্বাস
৩২	৯৫. বনগাঁ উত্তর	অশোক কীর্তনীয়া
৩৩	৯৬. বনগাঁ দক্ষিণ	স্বপন মজুমদার
৩৪	৯৭. গাইঘাটা	সুব্রত ঠাকুর
৩৫	৯৮. স্বরূপনগর	তারক সাহা
৩৬	১০০. হাবড়া	দেবদাস মণ্ডল
৩৭	১০১. অশোকনগর	ডা. সূময়ো হীরা
৩৮	১০৩. বীজপুর	সুদীপ্ত দাস
৩৯	১০৬. জগৎদল	ডা. রাজেশ কুমার, আইপিএস
৪০	১০৭. নোয়াপাড়া	অর্জুন সিং
৪১	১০৮. ব্যারাকপুর	কৌস্তভ বাগচী
৪২	১০৯. খড়দহ	ডা. কল্যাণ চক্রবর্তী
৪৩	১১২. কামারহাটি	অরূপ চৌধুরী
৪৪	১১৪. দমদম	অরিজিৎ বক্সী
৪৫	১১৫. রাজারহাট নিউ টাউন	পীযূষ কনোড়িয়া
৪৬	১১৬. বিধাননগর	ডা. শরদ্বত মুখোপাধ্যায়
৪৭	১১৭. রাজারহাট গোপালপুর	তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি
৪৮	১১৯. বারাসাত	শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৪৯	১২১. হাড়োয়া	ভাস্কর মণ্ডল
৫০	১২২. মিনাখাঁ	রুদ্রেন্দ্র পাত্র
৫১	১২৩. সন্দেশখালি	সনত সরদার
৫২	১২৪. বসিরহাট দক্ষিণ	ডা. সুরজ (শৌর্য) ব্যানার্জি
৫৩	১২৬. হিঙ্গলগঞ্জ	রেখা পাত্র
৫৪	১২৭. গোসাবা	বিকর্ণ নস্কর
৫৫	১৩২. সাগর	সুমন্ত মণ্ডল
৫৬	১৩৩. কুলপি	অবনি নস্কর
৫৭	১৩৫. মন্দিরবাজার	মল্লিকা পাইক
৫৮	১৩৬. জয়নগর	আলোক হালদার
৫৯	১৩৭. বারুইপুর পূর্ব	টুম্পা সরদার
৬০	১৩৮. ক্যানিং পশ্চিম	প্রশান্ত বায়েন
৬১	১৪০. বারুইপুর পশ্চিম	বিশ্বজিৎ পাল
৬২	১৪২. মগরাহাট পশ্চিম	গৌর সুন্দর ঘোষ
৬৩	১৪৫. সাতগাছিয়া	অগ্নিশ্বর নস্কর
৬৪	১৪৭. সোনারপুর দক্ষিণ	রূপা গাঙ্গুলি
৬৫	১৪৮. ভাঙড়	জয়ন্ত গায়েন
৬৬	১৪৯. কসবা	সন্দীপ ব্যানার্জি
৬৭	১৫০. যাদবপুর	সরবোরী মুখোপাধ্যায়
৬৮	১৫২. টালিগঞ্জ	পাপিয়া (দে) অধিকারী
৬৯	১৫৩. বেহালা পূর্ব	সুনীল মহারাজ
৭০	১৫৪. বেহালা পশ্চিম	ডা. ইন্দ্রনীল খান
৭১	১৫৫. মহেশতলা	তমনাথ ভৌমিক
৭২	১৬১. বালিগঞ্জ	ডা. শতরূপা
৭৩	১৬৩. এন্টালি	প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল
৭৪	১৬৪. বেলেঘাটা	ডা. পার্থ চৌধুরী
৭৫	১৬৫. জোড়াসাঁকো	বিজয় ওঝা
৭৬	১৬৬. শ্যামপুকুর	পূর্ণিমা চক্রবর্তী
৭৭	১৬৭. মানিকতলা	তাপস রায়
৭৮	১৬৮. কাশিপুর-বেলগাছিয়া	রিতেশ তিওয়ারি
৭৯	১৬৯. বালি	সঞ্জয় সিং
৮০	১৭৪. সাঁকরাইল	বর্ণালী ঢালী
৮১	১৭৭. উলুবেড়িয়া উত্তর	চিরন বেরা
৮২	১৭৯. শ্যামপুর	ডা. হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়
৮৩	১৮০. বাগনান	প্রেমাংশু রানা
৮৪	১৮২. উদয়নারায়ণপুর	প্রভাকর পন্ডিত
৮৫	১৮৩. জগৎবল্লভপুর	অনুপম ঘোষ
৮৬	১৮৬. শ্রীরামপুর	ভাস্কর ভট্টাচার্য
৮৭	১৮৭.চাঁপদানি	দিলীপ সিং
৮৮	১৯১. বলাগড়	সুমনা সরকার
৮৯	১৯২. পান্ডুয়া	তুষার কুমার মজুমদার
৯০	১৯৪. চন্ডীতলা	দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়
৯১	১৯৫.জাঙ্গিপাড়া	প্রসেনজিৎ বাগ
৯২	১৯৭. ধনেখালি	বর্ণালী দাস
৯৩	২০৭. নন্দকুমার	নির্মল খাঁড়া
৯৪	২১৪. ভগবানপুর	শান্তনু প্রামাণিক
৯৫	২১৫. খেজুরি	সুব্রত পাইক
৯৬	২১৮. এগরা	দিব্যেন্দু অধিকারী
৯৭	২২৭. পিংলা	স্বাগতা মান্না
৯৮	২৪০. বাঘমুন্ডি	রহিদাস মাহাতো
৯৯	২৪২. পুরুলিয়া	সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়
১০০	২৫২ .বাঁকুড়া	নীলাদ্রি শেখর দানা
১০১	২৫৫. বিষ্ণুপুর	শুক্লা চট্টোপাধ্যায়
১০২	২৫৯. খন্ডঘোষ	গৌতম ধারা
১০৩	২৬০. বর্ধমান দক্ষিণ	মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র
১০৪	২৬৪. কালনা	সিদ্ধার্থ মজুমদার
১০৫	২৬৯. পূর্বস্থলী উত্তর	গোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬	২৭২. মঙ্গলকোট	শ্রী শিশির ঘোষ
১০৭	২৭৪. গলসি	রাজু পাত্র
১০৮	২৭৮. রানিগঞ্জ	অ্যাড. পার্থ ঘোষ
১০৯	২৮৮. লাভপুর	দেবাশীষ ওঝা
১১০	২৯১. রামপুরহাট	ধ্রুব সাহা
১১১	২৯৪. মুরারই	রিঙ্কি ঘোষ

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২০ মার্চ ২০২৬, ৫ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার

রাজ্যে আসছেন মোদী-শাহ

■ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে গতি আনতে বড়সড় কর্মসূচি সাজাচ্ছে বিজেপি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামনবমীর পর ফের রাজ্যে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক জনসভা ও রোড শোয়ের মাধ্যমে তিনি ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবেন। প্রচারে অংশ নিতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। তাঁর বেশ কয়েকটি জনসভা ও রোড শো নির্ধারিত হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-এরও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। নীতীন নবীনও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করবেন বলে জানা গিয়েছে। দলীয় প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর একাধিক রোড শো ও জনসভা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়েছে, যা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ বাড়াচ্ছে। বিজেপির এক নেতার কথায়, প্রত্যেক স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতেই এই বিস্তৃত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

ইদের পর মাঠে নামবেন মমতা

■ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতিতে গতি বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর সংগঠনকে সক্রিয় করে ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস মাঠে নেমে পড়েছে। এবার অপেক্ষা শুধু শীর্ষ নেতৃত্বের সরাসরি প্রচারের। দলীয় সূত্রের খবর, ইদ পার হলেই জেলায় জেলায় কর্মসূচি শুরু করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয় স্তরে প্রচার শুরু হয়ে গেলেও, তাঁর সভা ঘিরেই আসল রাজনৈতিক আবহ তৈরি হবে বলে মনে করছে দল। নির্বাচনের কৌশল, প্রচারের মূল ইস্যু এবং বিরোধীদের মোকাবিলার রূপরেখা; সবই ঠিক করে দেবেন তিনি। ফলে তাঁর সফরকে ঘিরে নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এবারের ভোট দু'দফায়। প্রথম দফাতেই উত্তরবঙ্গের বড় অংশে নির্বাচন হওয়ায়, সেখান থেকেই প্রচার শুরু হতে পারে বলে জোর জল্পনা। পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে ওই অঞ্চলে প্রথমেই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে শাসকদল। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় মিছিল, পথসভা ও বাড়ি-বাড়ি প্রচার জোরদার হয়েছে। তবে প্রার্থীদের নজর এখন একটাই; কবে তাঁদের কেন্দ্রে পৌঁছবেন নেত্রী।

ভবানীপুরে তৃণমূলের বৈঠক

■ বিধানসভা ভোট ঘিরে উত্তপ্ত রাজনীতির আবহে নজরের কেন্দ্রে ভবানীপুর। এই আসন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী হওয়া এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালেঞ্জ;দু'য়ে মিলে লড়াইকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কৌশল নির্ধারণে ডাকা হয় বিশেষ বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৮ ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলররা। সূত্রের খবর, বৈঠকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বহুতলগুলিতে কাউন্সিলরদের ডোর-টু জোর প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন স্লোগান, 'উন্নয়ন ঘরে ঘরে, ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে'। বৈঠক চলাকালীন একাধিকবার ফোনে খোঁজখবর নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিটিং-মিছিল নয়, ডোর-টু-ডোর প্রচারে জোর দেওয়া হয়। প্রয়োজনে একই বাড়িতে ১০ বার প্রচার। সঙ্গে ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মিসভা। কেন্দ্রীয়ভাবে সভা ও মিছিল করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের কর্মী-সমর্থকদের স্পষ্ট বার্তা, 'কোনও প্ররোচনায় যেন পা না দেন'। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির দপ্তরে আয়োজিত হয় এই বৈঠক।

বেহালা পূর্বের প্রার্থীর ভিডিও পোস্ট করে তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দুর

ভবানীপুরে ২৫ হাজারে জিতব, হুঙ্কার বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ভবানীপুর ঘিরে ক্রমশ চড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। এই কেন্দ্রে সরাসরি মুখোমুখি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রচারের ময়দানে নেমে আত্মবিশ্বাসী সুরেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন বিজেপি প্রার্থী। দিনের শুরুতেই স্থানীয় বাজার ও হকার্স কর্নারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন, আশ্বাস দেন সমাধানের। এরপর এলাকায় ঘুরে ঘুরে জনসংযোগে অংশ নেন তিনি।

সকাল থেকেই দলীয় কার্যালয়ে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো, যা ঘিরে বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দুর স্পষ্ট বার্তা, আজ সকাল থেকে মানুষের যে সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমি নিশ্চিত; ৪ মে অন্তত ২৫ হাজার ভোটে জিতব। তাঁর এই মন্তব্যে ভোটযুদ্ধের আগাম বারুদ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

তৃণমূলের তরফে তাঁকে 'বহিরাগত' বলে কটাক্ষ করা নিয়েও পাল্টা জবাব দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রধানমন্ত্রীকেও বহিরাগত বলেন। কিন্তু মানুষ সব বুঝে গিয়েছে, এবার এখানে পদ্মফুল ফুটবেই। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই এই কেন্দ্র তৃণমূলের দখলে। সেই জমিতে এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বিজেপির আক্রমণাত্মক প্রচার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে; ভবানীপুরে লড়াই শুধুই আসন দখলের নয়, রাজনৈতিক বার্তারও।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বেহালা পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তীর একটি ভিডিও পোস্ট করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন, যা ঘিরে নতুন করে বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে। বেহালা পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে একটি বক্তব্যের উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন ভোটাধিকার নিয়ে। নিজের পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, তৃণমূলি সংস্কৃতি - হিন্দু বিদ্বেষীদের স্বীকৃতি। বেহালা পূর্ব বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তীকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে - হিন্দুদের ভোট করতে দেওয়া যাবে না। এই অভিযোগকে তিনি সরাসরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক বলে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যদি সত্যিই সাধারণ মানুষ বিশেষ করে হিন্দু ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে তা শুধু একটি ধর্ম নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের উপর আঘাত। এর পাশাপাশি রাজ্যের প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পোস্টে উল্লেখ করেছেন, এটাই কি তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের বাস্তব চিত্র? যেখানে ভোট মানে সন্ত্রাস, ভয় দেখানো আর মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া? শেষাংশে পরিবর্তনের ডাকও দিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, বাংলার মানুষ আজ সব দেখছে, সব বুঝছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত, পক্ষপাতদুষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। আজ সময় এসেছে পরিবর্তনের। গণতন্ত্র বাঁচাতে, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অবসান ঘটাতে বাংলার মানুষ একজোট হচ্ছে। এবার বাংলায় চাই প্রকৃত পরিবর্তন, তাই - 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'।

প্রার্থী ঘোষণার পরেই আত্মবিশ্বাসী বিজেপি, জয়ের বার্তায় সরব প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই আত্মবিশ্বাসী সুরে প্রচারে নেমেছে বিজেপি। বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসেছে তাঁদের প্রতিক্রিয়া; যেখানে জয়ের প্রত্যাশা, সংগঠনের প্রতি আস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থানের স্পষ্ট বার্তা মিলেছে। নোয়াপাড়ায় প্রার্থী হয়ে নিজের রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংহ-এর বক্তব্যে। তিনি বলেন, তৃণাঙ্কুরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলে, শব্দটার অপমান। ভোটের আগেই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। যে লোককে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিআইডি জিটিএ-তে চাকরি চুরির অভিযোগ করল। নানা রকম আরও কেচ্ছা আছে। তারপরও তাকে টিকিট দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকে সরিয়ে? মঞ্জু ঘোষকে বেইজ্জত করে সরিয়ে টিকিট দেওয়া হয়েছে মানুষ সঠিক জবাব দেবেন। পরিবর্তন সামনেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যাচ্ছে। ব্যারাকপুরের সাতটি আসনই বিজেপি-র কাছে যাচ্ছে। সোনারপুর দক্ষিণে প্রার্থী হয়ে অতীত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আমরা যেভাবে মার খেয়েছি...দিনের পর দিন। আমি সেটা ভুলিনি। বারুইপুর গিয়েছিলাম। তৃণমূল এবং সিপিএম মিলে মেরেছিল। আমি বন্দুক চালাতে পারি বলে অনেক কথাও শুনতে হয় আমাকে। আমি তখন সাংসদ। সিআরপিএফ দেওয়া হয়েছিল আমাকে। রাতের বেলা

পুলিশ এসে ভয় দেখিয়েছিল। আমি সেই দিনগুলি ভুলিনি। আমি বলেছিলাম, আমি নিজে বন্দুক চালাতে পারি। আত্মরক্ষার আইন আমি জানি। ভয় দেখালে হবে না। এন্টালিতে প্রার্থী হয়ে সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জয়ের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। তাঁর কথায়,

অনেক ধন্যবাদ দলকে। আমি কৃতজ্ঞ। দল ভরসা রেখেছে। আবার টিকিট দিয়েছে। এন্টালি পথ দেখাবে। বিজেপি সরকার গড়বে। বিজেপিকে এন্টালি উপহার দেব। কলকাতায় ভালো ফলের আশা প্রকাশ করেছেন মানিকতলার প্রার্থী তাপস রায়। তিনি বলেন, কলকাতায় ভালো ফল হবে বিজেপি-র। অন্যরা লাফাচ্ছে বটে, এতকিছুর পর মানুষ ভোট দেবে কেন? শ্যামপুরে প্রার্থী হয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য তুলে ধরেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমি তো পশ্চিমবঙ্গের হয়ে লড়ছি। অসম বা বিহারে লড়ছি না। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জায়গা থেকে, যে কোনও ব্যক্তি লড়ে নরেন্দ্র মোদীর সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে, এটাই চাই। একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য; পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সরকার তৈরি করা, নরেন্দ্র মোদীজির সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য। এটা আমার একার লড়াই নয়। পশ্চিমবঙ্গ াসীর লড়াই। আমেকি অনেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এখন নেব না। ৪ মে বিজেপি-র সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে শুভেচ্ছা নেব। হরিণঘাটায় প্রার্থী হয়ে আলাদা ঢঙে প্রচারে নেমেছেন অসীম সরকার। কবিগানের মাধ্যমে প্রচার শুরু করে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। এবারের তালিকায় প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুখও রয়েছে। জগদ্দল কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজেশ কুমার। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর বিজেপির বার্তা স্পষ্ট; সংগঠনের উপর আস্থা রেখে, অভিজ্ঞতা ও নতুন মুখের সমন্বয়ে আত্মবিশ্বাসী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আরজি কর মামলার শুনানির জন্য তৈরি নতুন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবিতে আপিল করেছে সিবিআই। অন্যদিকে সঞ্জয় বেকসুর খালাস পাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি নির্যাতিতার বাবা-মা এই ঘটনার পরবর্তী তদন্তের আবেদনও জানান। এবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবার তৈরি করলেন নতুন বেঞ্চ। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে হবে এই মামলার শুনানি। বৃহস্পতিবার আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পক্ষে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নতুন এই বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার হতে পারে এই মামলার শুনানি। প্রসঙ্গত, এই মামলাটি বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সেই ডিভিশন বেঞ্চ গত ১১ মার্চ মামলা থেকে অব্যাহতি নেয়। কারণ হিসেবে জানানো হয়, এই মামলার

দ্রুত শুনানি করে নিষ্পত্তি করা সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের পক্ষে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট রাতে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ছাত্রীকে। সেই ঘটনায় রাজ্য তথা দেশজুড়ে তোলপাড় পড়ে যায়। দোষীর শাস্তির দাবিতে সরব হয় দেশবাসী। শিয়ালদহ আদালত গত বছরের গোড়াতেই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সঞ্জয় রায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। তাঁকে বেকসুর খালাস করার আবেদনও জানানো হয়।

পাশাপাশি সিবিআই নিম্ন আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করে সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করেছে। এদিকে, নির্যাতিতার বাবা-মায়ের দাবি, এই ঘটনায় শুধু সঞ্জয় রায় নয়, আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। সেই কারণে এই মামলায় সিবিআইয়ের পরবর্তী তদন্তের দাবি করে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা। কিন্তু গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে হাইকোর্টে একদিনও এই মামলার শুনানি হয়নি।

শেখ শাহজাহানের জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেখ শাহজাহানের জামিনের আবেদন খারিজ। কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন শেখ শাহজাহান। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ। সিবিআই-এর গ্রেপ্তারি মামলায় জামিনের আবেদন করেছিলেন শেখ শাহজাহান। বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। এর আগে সুপ্রিম কোর্টেও জামিনের আবেদন খারিজ হয় শাহজাহানের। রেশন দুর্নীতি মামলায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সেখানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের ঘিরে হামলার অভিযোগ ওঠে।

শাহজাহানের সরবেড়িয়া গ্রামে তদন্তকারীরা ঢুকতেই লাঠি, বাঁশ, লোহার রড নিয়ে হাজার হাজার মহিলা, পুরুষ তেড়ে আসেন। অভিযোগ ওঠে, ইডির আধিকারিকদের ল্যাপটপ ভেঙে দেওয়া হয়, গায়ে হাত তোলা হয়। ঘটনার ৫৫ দিনের মাথায় গ্রেপ্তার হন সন্দেশখালির দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহান।

এরপরে শাহজাহানের বিরুদ্ধে একের পরে এক অভিযোগ উঠতে শুরু করে। তিন বিজেপি নেতা খুনের মামলাতেও নাম জড়ায় শাহজাহানের। প্রথমে সেই মামলার তদন্ত করছিল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। পরে মৃতদের পরিবারের আর্জিতে সিবিআইয়ের স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্তভার পায়। কলকাতা হাইকোর্টই সেই নির্দেশ দিয়েছিল।

এদিকে এখনও প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে আছেন শাহজাহান। জামিন পেতে মরিয়া তিনি। সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছিলেন জামিনের আবেদন নিয়ে। যদিও সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। যেহেতু নিয়মিত এই মামলার শুনানি হাইকোর্টে হচ্ছে, সেখানেই আবেদনের জন্য পরামর্শ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত।

এবারে জয়ের মার্জিন অনেক বাড়বে: পবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবারে জয়ের মার্জিন অনেক বাড়বে। বৃহস্পতিবার কাঁকিনাড়ায় কলসযাত্রায় পা মিলিয়ে এমনটাই বললেন ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং। নবরাত্রির প্রথম দিনে কাঁকিনাড়ার মানিকপীর ১৬ নম্বর গলির হনুমান পরিষদের শিব মন্দির থেকে আয়োজিত কলস যাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার তরুণ বিজেপি প্রার্থী। কলসযাত্রায় যোগ দিয়ে ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং বলেন, বিরোধী প্রার্থীদের বিষয়ে তিনি কিছুই বলবেন না। সাত বছর তিনি মানুষের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, মানুষের সেবা করা। পবনের আশা, গতবারের জয়ের মার্জিন এবারে তিনি ছাপিয়ে যাবেন। তিনি জানান, নবরাত্রির প্রথম দিনে দেবী শৈলপুত্রীর আরাধনা করা হয়। এই বিশেষ দিনে উপবাস করলে জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা পরিপূর্ণ থাকে। উক্ত কলসযাত্রায় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, যুবনেতা গুড্ডু সিং, বিট্টু সিং, রিতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

বউবাজার থানা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। ছবি: অদিতি সাহা

প্রবীণ ও জরুরি পরিষেবা কর্মীদের জন্য ডাকযোগে ভোটের বিশেষ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটপ্রক্রিয়াকে আরও বিস্তৃত ও অংশগ্রহণমূলক করতে একাধিক পদক্ষেপ ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটার এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য ডাকযোগে ভোটের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে ভোটার এবং নির্বাচনী তালিকায় চিহ্নিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে এই সুবিধা নিতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা পড়লে ভোটগ্রহণকারী দল তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ভোট সংগ্রহ করবে। এছাড়া দমকল, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, ট্রাফিক, অ্যাম্বুল্যান্স ও বিমান পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও এই ব্যবস্থার আওতায় থাকবেন। নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মী এবং অনুমোদিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্যও একই সুবিধা প্রযোজ্য।

কমিশনের বক্তব্য, সার্ভিস ভোটারদের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ডাক ব্যালট পাঠানো হবে এবং এর জন্য তাঁদের কোনও ডাক খরচ বহন করতে হবে না। এছাড়াও স্পষ্ট করা হয়েছে, ভোট গণনার দিন সকাল ৮টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে ডাক ব্যালট পৌঁছনো বাধ্যতামূলক। গোটা প্রক্রিয়ায় ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, প্রতিটি ভোটারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আরও সুসংগঠিত উদ্যোগ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী অভয়ার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের সম্ভাব্য বিজেপি প্রার্থী অভয়ার মা। প্রসঙ্গত, গত ১২ মার্চ পানিহাটিতে গিয়ে অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সেদিন থেকেই পানিহাটি কেন্দ্রের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল। পানিহাটিতে দাঁড়িয়ে সেদিন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেছিলেন, অভয়ার পরিবার বাংলায় পরিবর্তন চাইছেন। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভয়ার মা জানান, আগে থেকেই প্রস্তাব ছিল। কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। বিজেপির প্রার্থী হতে চেয়ে তিনি নিজেই ফোন করে সম্মতি জানিয়েছেন। অভয়ার মায়ের কথায়, মেয়ের ন্যায় বিচার পেতেই তিনি বিজেপির প্রার্থী হতে চান। প্রসঙ্গত, অভয়ার বিচার এখনও মেলেনি। সন্তানহারা বাবা-মা শুধু মেয়ের বিচার চান। অভয়ার মা আরও বলেন, সিবিআইয়ের ওপর তাদের ক্ষোভ রয়েছে। সিবিআই ঠিকঠাক তদন্ত করেনি। তাই মেয়ের বিচার পেতে দেরি হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিচার ছিনিয়ে আনার লড়াই আরও জোরদার হবে। অপরদিকে অভয়ার বাবা বলেন, সব দল থেকেই প্রস্তাব এসেছিল। শেষমেশ পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। মানুষের জন্য তাঁরা কাজ করতে চান। বিজেপিকেই তাঁরা কেন বেছে নিলেন, এপ্রসঙ্গে তাঁর উত্তর, বিজেপি বাদে বাংলায় বাকি বিরোধী দলগুলো খুব দর্বল। কিন্তু রাজ্যে

বিজেপি অনেকটাই সবল। প্রসঙ্গত, রবিবার ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতেই, সোমবারই একাংশ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার বাকি প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত করেছে বিজেপি। নোয়াপাড়া কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে দলের লড়াকু নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে। বীজপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ সুদীপ্ত দাস। জগদ্দলে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমার, ব্যারাকপুরে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। খড়দা ও কামারহাটিতে প্রার্থী যথাক্রমে কল্যাণ চক্রবর্তী ও অরূপ চৌধুরী। কিন্তু পানিহাটি কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম এদিন ঘোষিত হয়নি। নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর, পানিহাটি কেন্দ্রের প্রার্থী হতে চলেছেন অভয়ার মা। শুক্রবারই তাঁর নাম ঘোষণা হতে পারে।

নোয়াপাড়ায় অনায়াসে জিতব: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শক্ত কেন্দ্রে দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। কিন্তু দল তাঁকে নোয়াপাড়া কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে মজদুর ভবনে ফিরে সংবাদমাধ্যমের মুখে মুখি হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, নোয়াপাড়ায় তিনি অনায়াসে জিতবেন। তাঁর কথায়, শক্ত কেন্দ্রে তিনি দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে এমন একটি কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে, যেখানে তিনি অনায়াসে জয়লাভ করবেন। বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, রাজনীতি জীবনে ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের প্রতিটি গলি তাঁর চেনা। তিনি রাজনীতি করেছেন সিপিএমের বিরুদ্ধে। এখন তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছেন। তাঁর কথায়, ২৪ শ্র ৭ তিনি মানুষের পাশে থাকেন। সবসময় তিনি সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে থাকবেন। প্রসঙ্গত, মজদুর ভবনে ফিরতেই দলীয় কর্মী-সমর্থকরা আনন্দে মেতে ওঠেন।

সম্পাদকীয়

ঘরে-বাইরের চাপে অবশেষে ইরান থেকে পিছু হটার ইঙ্গিত ট্রাম্পের

অবশেষে ইরান থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের এই ঘোষণার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে বিশ্ববাসী। মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ বিপাকে ফেলে দিয়েছে অনেক দেশকেই। কারণ, হরমুজ। হরমুজ বন্ধ করে দেওয়াটা হল ইরানের অন্যতম কৌশল। গোটা বিশ্বের একটা অংশের মানুষ এই হরমুজের ওপর নির্ভরশীল। কারণ, এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলি। সেটা আটকে যাওয়ায় ণারত-সহ অনেক দেশই বিপদে। তারা সবাই ট্রাম্পের এই ঘোষণায় আপাতত স্বস্তিতে। কী বলেছেন ট্রাম্প? তিনি বলেছেন, ইরানের উপর এখনই সামরিক হামলা বন্ধ করছে না মার্কিন সেনা। সেই সঙ্গে মঙ্গলবার তেহরানের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযানের ১৭তম দিনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, তবে আমরা খুব শীঘ্রই সেখান (ইরান)থেকে সরে যাব। এই মন্তব্যে তিনি অবশ্য যুদ্ধ থামার কথা সরাসরি বলেননি। ঠিক কবে সরবে মার্কিন ফৌজ তাও স্পষ্ট নয়। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণাতেই অনেকে আশার আলো দেখছেন। তাহলে এখন প্রশ্ন, কী এমন হল, যে হঠাৎ ট্রাম্প সাহেবকে এই।কথা বলতে হল? স্পষ্ট করে এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প সাহেব যে ঘরে, বাইরে চাপে পড়েছেন তা এখন না বললেও চলে। তাঁর প্রথম সমস্যার নাম ন্যাটো। ন্যাটোর বেশির ভাগই দেশই এখন আর তাঁদের মার্কিন প্রভুর কথা শুনতে নারাজ। এটাতে এখন আর কোনও লুকোচুরিও নেই। ট্রাম্প প্রকাশ্যেই ন্যাটোর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বিরক্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ওয়াশিংটনের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। ন্যাটোকে একমুখী বলে সমালোচনা করে বলেন, প্রতি বছর এই দেশগুলিকে রক্ষা করতে আমেরিকা শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করে। অথচ তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সমর্থনটুকুও পায় না। এতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ইরান নিয়ে ন্যাটোর ভূমিকা। ফলে যা করার ট্রাম্পকে একাই করতে হবে। সেটা করা যে আবার খুব সহজ কাজ তাও নয়, সেটা হাড়ে হাড়ে জানে মার্কিন সেনাকর্তারা। তাই কি সরে আসার ইঙ্গিত মিস্টার প্রেসিডেন্টের?

কার্ল মার্কসের রাষ্ট্রবিষয়ক চিন্তাভাবনা

এস ডি সুব্রত

কার্ল মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হলো পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালানোর জন্য ব্যবহৃত একটি হাতিয়ার । তার রাষ্ট্র তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি বলেন যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে সমাজের বৈজ্ঞানিক ধারণা দেখায় যে রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয় । বিশ্বখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল সকল কিছুর ভিত্তিকে খুঁজে পেয়েছিলেন ক্ষমতার মধ্যে, চিকিৎসাবিজ্ঞনী ফ্রয়েড পেয়েছিলেন ‘যৌনতা’র মধ্যে। অনেকেই আবার পৃথিবীর ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন রাজনীতির মধ্যে, অনেকই আবার আশা-আকাঙ্খা বা ভালোবাসার মধ্যে। কিন্তু বিপ্লবী কার্ল মার্কস সকল কিছুর ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন অর্থনীতির মধ্যে। তিনি মনে করতেন- অর্থের চাকায় ঘুরছে পৃথিবীটা।

আদিম সাম্যবাদ সমাজ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত কিভাবে অর্থ সমাজ কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে? নিয়ন্ত্রকেরা কিভাবে অর্থকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে? এরকম নানা জটিল সমস্যার উত্তর বের করেছেন কার্ল মার্কস। বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র মানবসভ্যতা মার্কসের তত্ত্ব দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। তিনি মার্কসবাদের প্রবক্তা। অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল তার তত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি সকল কিছুর ভিত্তি বলেছেন অর্থনীতিকে। মার্কস সেই পৃথিবীর আদিকাল থেকে বর্তমানে সকল কিছুর মূল ব্যাখ্যা করেছেন অর্থনীতি দিয়ে। প্লেটো, রবার্ট ওয়েন, সেন্ট সাইমনের লেখায় কাল্পনিক রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রের একটা ছাপ থাকলেও কার্ল মার্কসই প্রথম বাস্তব সমাজতন্ত্রের ধারণা দেন। মার্কস ও তার বন্ধু এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রকে কল্পনার রাজ্য থেকে বের করেন। ইতিহাস ও অর্থনীতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন সমাজতন্ত্রকে। তারা সমাজতন্ত্রকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটিকে চিন্তার জগৎ থেকে বের করে মানুষের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তাদের সকল কিছুর ভিত্তিটা ছিল অর্থনীতি। মার্কসের দর্শন তথা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের ভাবধারায় দ্বান্দ্বিক একটা ভাব থাকলেও তিনি ভাবজগতের অবিশ্বাসের কথা বলেননি। এমনকি মার্কস দ্বন্দ্ববাদ মূলত হেগেল থেকেই পান। কিন্তু হেগেল একসময় তা দ্বন্দের মধ্যে না রেখে ভাবজগতের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের জগৎ ছিল চিন্তার জগত বা মনের ওপর নির্ভরশিল, কিন্তু মার্কসের দ্বন্দ্ববাদ ছিল বস্তুজগৎ নির্ভর। মার্কস মনে করেন, বস্তুর অস্তিত্ব মনের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং মনের অস্তিত্বই বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। মার্কস ইতিহাসের যে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তিনি ইতিহাসের বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে হেগেলের উল্টো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মার্ক্স মনে করেন, ইতিহাস তথা মানবজীবনের যাবতীয় ঘটনা একমাত্র অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়। মার্কস রাষ্ট্রের সংজ্ঞাও দিয়েছেন অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে । তিনি বলেন, রাষ্ট্র অভিন্ন কল্যাণের লক্ষ্যে নিবেদিত কোনো সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান নয় বরং তা যে কোনো সমাজের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক শ্রেণীর হাতে গড়া একটি সংগঠন এবং অন্যান্য শ্রেণীর ওপর এই শ্রেণীর শাসন ও শোষণকে মজবুত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এটি প্রভাবশালী বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি নির্বাহী কমিটি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাসগতভাবে রাষ্ট্রের জন্ম শ্রেণী শত্রুতার প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কিন্তু কালক্রমে এই রাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক শ্রেণীর সংগঠন হিসেবে পরিণত হয়। প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকেই রাষ্ট্র তার পবিত্র দায়িত্ব বলে গণ্য করে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মানুষ একসময় ছিল নিতান্তই সহজ সরল। তারা একসাথে দলবদ্ধ হয়ে পশু শিকার করত। পশু এনে তারা তা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খেয়ে ফেলত। একসময় মানুষ শিকারের কৌশল ভালোভাবে রপ্ত করে ফেলল। ধীরে ধীরে নতুন নতুন হাতিয়ার তারা আবিস্কার করতে শুরু করল। যার কারণে দিন দিন পশুও বেশি বেশি শিকার হতে লাগল। এভাবে একসময় তাদের পশু শিকার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খেয়েও কিছু অংশ বেঁচে যেতে লাগল। এই বেঁচে যাওয়া অংশই হচ্ছে উদ্বৃত্ত। আর এই উদ্বৃত্তটা কে নেবে তা নিয়ে তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হল। একটা সময় দেখা গেল যার জোর বেশি সেই এই উদ্বৃত্ত নিয়ে গেল। তখনই মানুষের আঝে আমিত্ববোধের জন্ম। যারা উদ্বৃত্ত নিয়ে গেলো তারা একসময় হাতিয়ারেরও মালিক হল। তারা দেখল যে হাতিয়ার থাকলে তাদের আর কষ্ট করে শিকার করে খেতে হয় না। তখন সেইসকল শক্তিশালীদের মঝে ‘ডমিনেট’ করার একটা মনোভাব তৈরি হল। তারা বসে থেকে অস্ত্র ও হাতিয়ার অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে মাংসের ভাগ নিত। এখানেই তৈরি হলো ‘শ্রেণী’। এক শ্রেণী হলো হাতিয়ারহীন, আরেক শ্রেণী হলো হাতিয়ারের মালিক। হাতিয়ারের মালিকদেরই কার্ল মার্কস বর্তমানের পুঁজিবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে, আর নির্জাতিতদের শ্রমিকশ্রেণী।

এমতাবস্থায় আদিম সাম্য ভেঙে বিভাজনের মধ্যদিয়ে তৈরি হল ‘শ্রেণী’। আর এই শ্রেণী তৈরি হওয়ার ফলে একসময় এভাবে চলতে চলতে দাস প্রথা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠল। যারা হাতিয়ারের মালিক হল তারা অন্য সকল মানুষদের ইচ্ছেমতো কাজে লাগালো। তাদের দিয়ে যতদূর সম্ভব কাজ করিয়ে নিতে শুরু করল। ধীরে ধীরে এভাবে চলতে চলতে কৃষি আবিষ্কার হল। মানুষ পশু শিকারের পাশাপাশি ফসল ফলাতে শুরু করল। আর হাতিয়ারের সেই মালিকরা দাশদের দিয়ে সকল কাজ করাতে শুরু করল। একসময় দাসরা নির্যাতিত হতে হতে বিপ্লব ঘটালো। তারপরেই শুরু হলো সামন্তবাদ। অর্থাৎ সেসময়ের পুঁজিবাদীরা দাহদের চাপে পড়ে কিছু শক্তিশালী জমিদারদের কাছে ক্ষমতা দিয়ে দিল। অর্থাৎ তারা বলল এখন থেকে সবাই মুক্ত। তারা অবাধে ফসল ফলাতে পারবে। তাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হল। কিন্তু তাদের জমির মালিক থাকবে জমিদাররা। এক এক জমিদারকে এক একটা স্টেট ভাগ করে দেয়া হল। শ্রমিকরা কাজ করত মাঠে, ফসল ফলাত এবং দেখা যেত তার সিংহভাগই জমিদারের গোলায় যেত। তবুও এভাবে অনেকদিন চলল, কেননা দাসরা ‘মুক্ত’ হয়েছে। এভাবে চলতে চলতে দাসেরা দেখল তাদের নিজেদের তো কছু নেই। সিংহভাগ ফসল জমিদাররা নিয়ে যায়। তাই তারা আবার আন্দোলন বা বিপ্লব শুরু করল। এরই মধ্যে অনেক ধরণের কল কারখানা, পোশাক তৈরির কল আবিষ্কার হল। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব হলো। একসময় তারা সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে তাদের পতন ঘটালো।এরপর আসল আধুনিক পুঁজিবাদ। নির্যাতিতরা ভূমি পেল, স্বাধীনতা পেল। কিন্তু এরই মাঝে পুঁজিবাদীরা আগেই নতুন ফন্দি এটে রাষ্ট্র নামক এক নতুন জিনিস উদ্ভাবন করে রেখেছিল। যদিও রাষ্ট্রের ধারণা মানুষের মধ্যে অনেক আগে থেকেই ছিল। তবুও কর্পোরেটভাবে ‘আধুনিক রাষ্ট্র’ তৈরি হল কিছু নতুন ফন্দি নিয়ে। পুঁজিবাদীরা তখন তাদের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসালো। আবারো চলতে থাকল শোষণ-শাসন। বর্তমানে মানুষ যে উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী, তৎকালে সেই উদ্দেশ্যেই ছিল। বর্তমানকালের পুঁজিবাদের সাথে তৎকালের সেই হাতিয়ারের মালিকদের বিষয়টাকে মেলালে মূল বিষয় একই দাঁড়ায়। আদিম সাম্যবাদী সমাজে টাকা-পয়সার ব্যাপার যেহেতু ছিল না, তবে তখন ছিল খাদ্য ও হাতিয়ার। সেই খাদ্য-হাতিয়ারই বর্তমানে অর্থের মূল্য। তাহলে বলা যায়, আগে মানুষ খাদ্যের জন্য হাতিয়ার দ্বারা পুঁজিবাদী কারবার করত, আর এখন টাকার জন্যে বিভিন্ন ধরণের ম্যাটারিয়েল দিয়ে করে।দাসপ্রথার সময়ে পুঁজিবাদীদের উদ্দেশ্য থাকত খাদ্য উৎপাদন ও দাসদের দিয়ে সকল কাজ করিয়ে নেওয়া। সেই খাদ্য বা অন্য কাজ পুঁজিবাদের ফসলস্বরূপ যা অর্থে পরিমাপ করা যায়। সেগুলোকে বর্তমানের অর্থের সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না। কারণ শ্রমের একটা আর্থিক মূল্য আছে। তখন হয়তো বিনিময় প্রথা ছিল বা কোথাও কোথাও মূদ্রার ব্যবহার চালু হয়েছিল।

মধ্যযুগকে সামন্ততন্ত্রের যৌবনকাল বুঝায়। এক প্রকার ভূমি ব্যবস্থাপনা এটি। উপমহাদেশে সহজ কথায় সামন্তপ্রথা বলতে জমিদার প্রথার সময়কে বুঝায়। সে সময় ভূমি থাকত জমিদার কিংবা প্রভাবশালীর দখলে। সেসময় ভূমিই ছিল ক্ষমতার মূল উৎস। দেখা যায় রোদে পুরে, বৃষ্টিতে ভিজে কৃষকরা কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করত, কিন্তু সেই ফসল তার নিজের ঘরে তা না উঠে জমিদারের গোলা বোঝাই হচ্ছে । তখন জমিদারের পুঁজি ছিল ভূমি আর কৃষক ছিল ভূমির শ্রমিক। এখানে জমিদাররা নির্ধারণ করে দিত কৃষকের জীবন। কারণ কৃষকের একমাত্র লক্ষ ছিল উৎপাদন। সে সময়ের সমাজ নির্ধারণ করত জমিদাররা, আর এই নির্ধারণের ভিত্তি ছিল ফসল। ভূমি হচ্ছে সেই সময়ের পুঁজি, আর ফসল হচ্ছে ভূমি থেকে উৎপাদিত পণ্য। এই পণ্যর একটা আর্থিক মূল্য আছে, শ্রমেরও। পুরো ব্যবস্থাটাই ধরতে গেলে পুঁজিবাদী। সব কালেই পুঁজিবাদ ছিল তবে তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন-বিবর্তনের মধ্যদিয়ে নতুন নতুন রূপ পেয়েছে। আর পুঁজিবাদের সর্বশেষ রূপ হচ্ছে আধুনিক পুঁজিবাদ। বর্তমান সমাজ আধুনিক পুঁজিবাদের সমাজ। ইউরোপে শিল্প বপ্লবের মধ্যদিয়ে মূলত আধুনিক পুঁজিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে প্রবলভাবে। শ্রমিক শ্রেণীকে দমিয়ে রাখার জন্য পুঁজিবাদীরা নতুন নতুন পন্থা সেই আগে থেকেই উদ্ভাবন করে আসছে। কার্ল মার্কসের মতে রাষ্ট্রও তারই একটি অংশ। রাষ্ট্র এখনও সংঘাতের একটি ক্ষেত্র। শ্রমিকরা সম্ভবত ক্ষমতার জন্য লড়াই বা সংস্কার অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করে। আধিপত্যবাদী শাসনব্যবস্থা কিছু সংস্কার আনার এবং অন্যান্য সংগ্রামকে নির্বাচনী ক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রাখে - যেখানে শ্রমিকরা কখনও কখনও সংস্কার অর্জন করে তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তারা বিশ্বাস করে যে তাদের ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে, কিছু শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্যকে ক্ষ্মঅস্পষ্টতার বাইরেক্ষ্ম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিহত করা হয়। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে, রাষ্ট্র হলো শোষিত এবং শোষিতদের মধ্যে সম্পর্কের একটি ফাংশন। পুঁজিবাদী সমাজে এর অর্থ হল পুঁজিপতি শ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণী, শাসক শ্রেণী। তাই রাষ্ট্র মূলত শাসক শ্রেণীর স্বার্থে গঠিত। আদর্শিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, শ্রেণী শক্তির বিন্যাস অবশ্যই বুর্জোয়া শ্রেণীকে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী নিয়ন্ত্রণে থাকে।

নীরব কূটনীতির দৃঢ় পদক্ষেপ: ভারসাম্যের পথে ভারতের ভবিষ্যৎ

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যখন রচিত হচ্ছে অস্থিরতার কালি দিয়ে, তখন ভারত যেন সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক ভিন্ন স্বাক্ষর রাখতে চাইছে;নীরবে, সংযতভাবে, কিন্তু গভীর কৌশলে। বিশ্বরাজনীতির মঞ্চে আজ যখন শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে, তখন ভারত বেছে নিয়েছে এক তৃতীয় পথ। সেই পথ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বা সম্পূর্ণ জোটবদ্ধ নয়। পথটি বরং এক সুসংহত ও হিসেবি ভারসাম্য যুক্ত। এই পথের সারমর্ম যেন একটি বাক্যেই ধরা পড়ে;তসবার সঙ্গে সৌহার্দ্য, কিন্তু নিজের পথ নিজে।দ

এই দর্শনের ঐতিহাসিক ভিত্তি নিহিত রয়েছে জওহরলাল নেহরু’র প্রবর্তিত জোটনিরপেক্ষতার নীতিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব যখন বিভক্ত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর নেতৃত্বাধীন দুই শক্তিশালী গোষ্ঠীতে, তখন ভারত ঘোষণা করেছিল;সে কোনো পক্ষের অনুসারী হবে না। এই নীতি ছিল একদিকে আদর্শবাদী, অন্যদিকে নবস্বাধীন দেশের আত্মসম্মানের প্রতীক। কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই নীতি রূপান্তরিত হয়েছে। আজকের ভারত আর শুধুমাত্র আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে নেই; বরং বাস্তবতার কঠোর মাটিতে দাঁড়িয়ে সে তার পথ নির্ধারণ করছে।

বর্তমান বিশ্বের কূটনৈতিক সমীকরণ অত্যন্ত জটিল। শক্তির ভারসাম্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত একাধিক শক্তিধর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে এক বিশেষ অবস্থান গড়ে তুলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র’র সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আজ বহুমাত্রিক। প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বাড়ছে। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে উঠে এসেছে। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতার মাঝেও ভারত নিজেকে কোনো আনুষ্ঠানিক সামরিক জোটের মধ্যে আবদ্ধ করেনি। কারণ ভারত জানে, যে জোটের বন্ধন অনেক সময় স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে রাশিয়া’র সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এক দীর্ঘ ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিকা ভারতের জন্য আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, পেট্রোলিয়াম ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে ভারত রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যখন পশ্চিমের দেশগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়, তখন ভারত একটি স্বতন্ত্র পথ বেছে নেয়। ভারত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে, এমনকি সস্তায় তেল আমদানি করে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে। এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে যে ভারতের কূটনীতি আবেগপ্রবণ নয়; এটি সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত।

একইভাবে ইরান-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাবাহার বন্দর প্রকল্প ভারতের জন্য এক নতুন বাণিজ্যপথের সম্ভাবনা তৈরি করেছে, যা পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। আবার ইজরায়েল-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রতিরক্ষা ও কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোয়েন্দা প্রযুক্তি এবং কৃষি উদ্ভাবনে ইজরায়েলের সহযোগিতা ভারতের সক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

কিন্তু এই বহুমুখী সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে জটিল এবং সংবেদনশীল দিক হলো চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক। একদিকে দুই দেশের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য আবার অন্যদিকে তাদের মধ্যে সীমান্তে উত্তেজনা। এই দ্বৈততা সম্পর্কটিকে এক অনিশ্চিত অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ডোকলাম ও লাদাখের সংঘর্ষ দেখিয়ে দিয়েছে যে শান্তি কতটা ভঙ্গুর হতে পারে। তবুও ভারত চীনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ বেছে নেয়নি। কারণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য তাকে তা করতে দেয় না।

এই বহুমাত্রিক সম্পর্কের জাল ভারতকে একদিকে যেমন শক্তিশালী করে; অন্যদিকে তেমনি তৈরি করে এক গভীর দোলাচল। প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;এই সম্পর্কগুলি কি সংকটের সময়ে ভারতের পাশে দাঁড়াবে? আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি নির্মম সত্য হলো এই যে এখানে স্থায়ী বন্ধু বলে কিছু নেই। সারা বিশ্বজুড়ে রয়েছে কেবলই স্বার্থের সমীকরণ। আজ যে দেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরন করছে, কাল সে নিজের স্বার্থের জন্য অন্য পথ বেছে নিতে পারে। ফ্রান্স ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা গড়ে তুলেছে এবং যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে;কিন্তু তার পেছনেও রয়েছে অর্থনৈতিক লাভ এবং কৌশলগত হিসেব নিকেষ।

এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসংঘ’র কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। বিশ্বশান্তি রক্ষার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বহু ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ হোক বা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত;রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা অনেক সময়ই নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা প্রায়শই কার্যকর পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত করে।

এই বাস্তবতায় ভারতের কূটনৈতিক দর্শন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে;তনিজের শক্তি নিজেই গড়ে তোলো, কিন্তু কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না।দ কারণ ভারত জানে, চূড়ান্ত মুহূর্তে কোনো দেশই অন্য দেশের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেবে না। ঠিক এখানেই আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদি ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে ভারতের সংঘাত চরমে পৌঁছায়, তখন এই বহুমুখী বন্ধুত্ব কতটা কার্যকর হবে? সম্ভবত কিছু দেশ কৌশলগত সমর্থন দেবে। হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোয়েন্দা তথ্য, প্রযুক্তি বা সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে কিনা, তা নির্ভর করবে তার নিজস্ব স্বার্থের উপর। রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করবে, কারণ তার নিজস্ব সম্পর্ক রয়েছে চীনের সঙ্গে। ইউরোপীয় দেশগুলি নৈতিক সমর্থন জানাতে পারে, কিন্তু সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। এই বাস্তবতা ভারতের সামনে এক কঠিন সত্য তুলে ধরতে পারে। তার সারমর্ম হলো; অন্যের উপর নির্ভর না থেকে, নিজের শক্তির উপর ভরসা রাখা।

ভারতের বিশাল অর্থনীতি এবং বিপুল বাজার তাকে এক অনন্য অবস্থান প্রদান করে। বিশ্ব আজ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী;কারণ ভারত একটি সম্ভাবনার কেন্দ্র। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের কৌশলগত অবস্থান তাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই গুরুত্বই আবার তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। বিশেষ করে চীন-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ভারত একটি বড় প্রতিযোগী।

তাহলে কি ভারতের এই ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি যথেষ্ট?

উত্তরটি সরল নয়। এই কৌশল ভারতকে নমনীয়তা দেয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ খোলা রাখে। কিন্তু একইসাথে এটি একটি সীমাবদ্ধতাও বহন করে;কারণ সংকটের সময় কোনো সম্পর্কই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। এই দ্বৈততার মধ্যেই ভারতের কূটনীতির প্রকৃত শক্তি নিহিত। ভারত আজ বুঝতে পেরেছে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত এক আত্মনির্ভর ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে। এখানে প্রত্যেক দেশকেই নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিশ্চিত করতে হয়। তাই ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মনির্ভরতার উপর জোর; এসব উদ্যোগ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মসূচি নয়; এগুলি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংকটের প্রস্তুতি। একইসঙ্গে ভারত তার কূটনৈতিক সম্পর্কগুলিকে আরও গভীর করছে; কিন্তু কোনো একক শক্তির উপর নির্ভর না করে।

সবশেষে বলা যায়;ভারতের কূটনীতি এক নীরব শক্তির প্রতীক। ততটা উচ্চকণ্ঠ নয়, কিন্তু দৃঢ়; আবেগপ্রবণ নয়, কিন্তু সুপরিকল্পিত। বন্ধুত্ব থাকবে, সম্পর্ক থাকবে;কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভরতা কদাচ নয়। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির নির্মম সত্য হলো এই যে ;বন্ধু বদলায়, স্বার্থ বদলায়, জোট ভেঙে যায়;

কিন্তু যে দেশ নিজের শক্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়; শেষ পর্যন্ত তারাই ইতিহাস রচনা করে। ভারত সেই পথেই এগোচ্ছে;নীরবে, সংযতভাবে, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে ও নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই নির্মাণের লক্ষ্যে।

শব্দছক ১০৫

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. জগতের মাতা ৪. তৃণ ৬. স্বামী ৭. প্রথম ৯. মাস ১০. ব্রাহ্মণবালক ১১. এক নাগাড়ে ১২. যমরাজের প্রতিনিধি ১৪. মনোমতো ১৫. জিৎ ১৬. নাগদের মাতা যিনি ১৭. আস্তরণে ঢাকা ১৮. বল ১৯. উপঢৌকন

ওপর-নিচ: ১. জপের জন্য মালা ২. চলনের সময় হিসাব ৩. তাপ হরণকারী ৫. বিস্তারিত ৮. সৌন্দর্য্য ৯. মাতৃপূজা ১২. পুরোহিত ১৩. আস্ফালন ১৪. কিংশুক ১৭. ছোটো

সমাধান ১০৪ — পাশাপাশি: ১. অবদান ৩. বাগান ৫. গাধা ৬. অবসান ৯. বারি ১০. আপন ১১. বন্যতা ১৩. ধান ১৪. পর ধন ১৮. বিলে ১৯. বাতাবি ২০. বক্তব্য

ওপর-নিচ : ১. অন্ধ ২. দানব ৩. বাধা ৪. নন্দী ৫. গান ৬. অরি ৭. সামান্য ৮. অপরাধ ৯. বাঘ ১১. বনবিবি ১২. তাপ ১৫. রক্তাক্ত ১৬. নদী ১৭. জবা

আজকের দিন

- **১৯৯৩** — ইংল্যান্ডের ওয়ারিংটনে আইআরএ-র বোমা হামলায় দুই শিশু নিহত হলে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়।
- **২০০৩** — মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইরাক আক্রমণ শুরু হয়।
- **২০২০** — ভারতে ২০১২ সালের নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলার চার দোষীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

জন্মদিন

১৯৫১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মদনলালের জন্মদিন।*

১৯৬৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অলকা ইয়াগনিকের জন্মদিন।*

১৯৭৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী গায়ত্রী জোশীর জন্মদিন।*

অলকা ইয়াগনিক

চর্চাবাসর ১০৪

বাংলা শব্দ ‘ভালোবাসা’ (bhalobasa)-এর মূল বা বুৎপত্তি হলো ‘ভালো’ + ‘বাসা’ (ক্রিয়া পদ)। এটি মূলত ভালোবেসে বা ভালো মনে করে কাউকে আশ্রয় দেওয়া বা হৃদয়ে স্থান দেওয়া থেকে উদ্ভূত। এটি একটি যৌগিক শব্দ, যেখানে ভালোবাসা স্নেহ, অনুরাগ বা আসক্তিকে নির্দেশ করে। আক্ষরিক অর্থে ‘ভালো মনে স্থান দেওয়া’ বা স্নেহ-প্রীতি।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের!

নির্বাচন ঘোষণা হতেই মিনাখাঁয় খুন তৃণমূলের বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: নির্বাচন ঘোষণা হতেই তৃণমূলের বুথ সভাপতি খুন। রাজনৈতিক না ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য খুন তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তৃণমূলের বুথ সভাপতির নাম মশিউর রহমান কাজী। বাড়ি দেগঙ্গা থানার গাংনিয়া গ্রামে। তিনি ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভার গাংনিয়া গ্রামের ১৭৮ নম্বর বুথের তৃণমূল সভাপতি। বাড়ি থেকে ফোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে। দেহ উদ্ধার হয়েছে মিনাখাঁ বিধানসভার ৯০ নম্বর পার্ট এলাকায়। খুনের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুকুরগাছা গ্রামের রাস্তার পাশ থেকে বছর ৩৫-এর ওই তৃণমূলের বুথ সভাপতির দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া থানার পুলিশ। যুবকের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নৃশংসতা এতটাই যে তার দু'হাতের কব্জি কেটে নিয়ে গিয়েছে। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। মাথার পাশে ডানদিকে ধারালো অস্ত্রের কোপ রয়েছে। শরীরে কেমিক্যাল জাতীয় কিছু দিয়ে চামড়া পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। পরিবারের দাবি, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই মিনাখাঁ ও হাড়োয়া বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী নিয়ে চলছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ। কয়েকটি জায়গায় গোষ্ঠী কোন্দল চরমে ওঠায় নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু করেছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। সেই অস্থির আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি খুন ঘিরে শুরু হয়েছে চরম অস্থিরতা। মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই তৃণমূল বুথ সভাপতি খুন বলে দাবি মৃতের দাদা মোতালেব কাজীর। তিনি দাবি করেন, 'চাঁপাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান হুমায়ুন রেজা চৌধুরীর অনুগামী আমাদের পরিবার। দেগঙ্গা ব্লকের নতুন সভাপতি সুব্রত বসু কৃষ্ণের গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুদিন আগে গন্ডগোল হয়েছিল। তখনই খুনের হুমকি দিয়েছিল।' দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ধনঞ্জয় পরামানিক সরাসরি গোষ্ঠী কোন্দলের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য একটা তরতাজা প্রাণ চলে গেল। এর প্রভাব বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে।' আগামীদিন এলাকা আরও উত্তপ্ত হতে পারে বলে অনুমান তাঁর।

কেশপুরে প্রচারে তৃণমূলের শিউলি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কেশপুরে মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা। তারপর ১১ নম্বর কলাগ্রাম অঞ্চলের কয়েকটি বুথে মহিলাদের নিয়ে বর্ণাঢ্য মিছিল করে প্রচার শুরু করেন। প্রচার শুরুর আগে তাঁর কেশপুরের বিধায়ক কার্যালয়ে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে সংগঠনের প্রস্তুতি, বুথভিত্তিক প্রচার এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারপরেই এলাকার মহিলাদের উপস্থিতিতে একটি বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি একটি পথসভাও করে স্থানীয় বাসিন্দাদের তিনি জানান, ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ইস্যুই এবারের নির্বাচনে তাঁর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে তৃণমূল সরকারের হাত ধরে কেশপুরে একাধিক উন্নয়ন হয়েছে এবং আগামী দিনেও সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী শিউলি সাহা বলেন, 'মানুষ আমাদের কাজ দেখেছে। মানুষ আবার আশীর্বাদ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

জীবিত শিশুকন্যাকে 'মৃত' উল্লেখ, প্যাকিং করে বাড়ি!

কাঠগড়ায় বসিরহাটের নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: নার্সিংহোমের চরম গাফিলতি। জীবিত শিশু কন্যাকে মৃত বলে প্যাকিং করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। পাঁচ ঘন্টা পর তাকে কবরস্থ করতে গেলে শিশু কন্যা নড়েচড়ে উঠতেই চক্ষু চড়ক গাছ পরিবারের। সঙ্গে সঙ্গে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু নবজাতিকার। এমনই আজব ঘটনার সাক্ষী স্বরূপনগরবাসী। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব গোবিন্দপুর গ্রামে ঘটনা। বছর ২৮-এর রুবিনা পারভিন প্রসব বেদনা নিয়ে বুধবার চারটে নাগাদ বসিরহাটের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। তারপর তিনি একটি শিশু কন্যার জন্ম দেন। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায়, সদ্যজাত শিশু কন্যা মারা গিয়েছে। প্যাকিং করে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে রাত দশটা নাগাদ প্যাকিং খুলতেই শিশু নড়েচড়ে বসে। তারপর ওই শিশু কন্যাকে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে সিসিইউতে রাখা হয় চিকিৎসার জন্য। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এখন সুস্থ রয়েছে শিশু কন্যাটি। মা-ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্বরূপনগরে। ইতিমধ্যে শিশু পরিবারের লোক স্বরূপনগর থানায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিশু কন্যার পরিবার, ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘটনা তদন্ত করে কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

দুর্গাপুরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু, সজাগ প্রশাসন। দুর্গাপুরে গরম পড়তেই ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ডেঙ্গু। এরই মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর সেকেন্ডারি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মনোজ কুমার দাস (৪৬)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। চলতি মাসের ১৫ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দোল উৎসবের সময় থেকেই তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। প্রথমদিকে সাধারণ জ্বর বলে মনে হলেও ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। জ্বরের সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে। ১৩ মার্চ তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চললেও শেষ রক্ষা হয়নি, ১৫ মার্চ তিনি মারা যান। জানা গেছে, তিনি পানাগড়ের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে রাজ্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেয়। ইতিমধ্যেই গোটা এলাকায় মশা নিধন ও স্প্রে করা হয়েছে এবং বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। রাজ্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের সার্ভে কর্মী কবিতা চৌধুরী জানান, 'মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গু ধরা হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। আমরা পুরো এলাকাকে নজরদারির মধ্যে রেখেছি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'

বাঁশবেড়িয়ায় দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে আক্রান্ত সিপিএম কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁশবেড়িয়া: হুগলির সপ্তগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া এলাকার ঘটনা। বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুটমিলের দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত। ফের দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে অশান্তি। সিপিএম কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাল্টা অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। সপ্তগ্রাম বিধানসভা থেকে সিপিএম এর প্রার্থী করা হয়েছে অনির্বাণ সরকারকে। সিপিএমের অভিযোগ, প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখছিলেন সিপিএম কর্মী সমর্থকরা। এমন সময় আচমকাই তৃণমূলের লোকজন এসে সেই দেওয়াল মুছে দিতে বলে, সিপিএম কর্মীরা বাধা দেওয়ায় তাঁদের উপর চড়াও হয় তৃণমূলের কর্মীরা। সিপিএমের এক কর্মীকে বেধরক মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের বাঁশবেড়িয়া পুরসভার কাউন্সিলর মহম্মদ সাহিদ বলেন, 'নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকেই সিপিএম-এর কর্মীরা বাঁশবেড়িয়ার একাধিক দেওয়াল দখল করে চুন রং করতে শুরু করে। আমরা তখ নও কিছু বলিনি। এরপর সিপিএমের কর্মীরা আমাদের তৃণমূলের দেওয়াল গুলোও চুন রং করতে শুরু করে। আমাদের গত লোকসভায় প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে লেখা দেওয়াল, সেগুলো দখল করে সিপিএম। আমাদের কর্মীরা তাঁদের বলে এটা যাদের দখল কড়া দেওয়াল তারা যেন সেটাতেই লেখে। এ নিয়ে সামান্য বচসা হয়েছে, মারধর করা হয়নি।' সিপিএম প্রার্থী অনির্বাণ সরকার বলেন, 'আমাদের কর্মীরা দেওয়াল লিখছিল সেখানে এসে তৃণমূলের কর্মীরা মারধর করে। আমাদের এক কর্মীকেও মারধর করেছে।'

এসবিআই এএমসিসি খড়গপুর (৬২৯৯১)
২য় ফ্লোর, আটওয়াল এস্টেট, ডিস্ট্রিক্ট সেলস হাব, খড়গপুর, পোঃ- ইন্দা, পিন- ৭২১৩০৫,
ই-মেইল: sbi.62991@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকা. নাম- রাধাকৃষ্ণ বস্ত্রালয়; অ্যাকা. নম্বর- ৪১০৬৮১৯২৯২৬ (সিসি); শাখা- পিংলা শাখা

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে ১৭.১১.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা- শ্রী শ্যামল সাহু, পিতা- মধুসূদন সাহু, গ্রাম- চক ঘনশ্যাম, পোঃ- বড়গেড়িয়া, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১৪০**-কে আহবান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৭,৬৬,২১০.০০ টাকা (সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত দশ টাকা মাত্র) ১৪.১১.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয় সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, অর্থ **৭,৬৬,২১০.০০ টাকা (সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত দশ টাকা মাত্র) ১৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।**
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

এ.ডি.এস.আর. পিংলায় নথিভুক্ত ১৬.০৯.২০১৯ তারিখের আই- ৩০১৩ নম্বর মালিকানা দলিল অনুযায়ী মৌজা- চক ঘনশ্যাম, জে.এল. নং ১৯২, সাবেক খতিয়ান নং ১৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১১৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৫/২ এবং ২৩/১, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৫০-এর অন্তর্ভুক্ত মোট ২৭ ডেসিমেল বাস্তু জমির পশ্চিম দিকের **১৩.৫০ ডেসিমেল** জমি ও তদুপরিস্থিত ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী শ্যামল সাউ, পিতা- মধুসূদন সাউ, গ্রাম- চক ঘনশ্যাম, পোঃ- বড়গেড়িয়া, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১৪০।
সম্পত্তির চতুঃসীমা: উত্তরে: সুচন্দ্রা পাল, দক্ষিণে: রাস্তা, পূর্বে: কমল সাউ, পশ্চিমে: মালিকের নিজস্ব জমি।

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬, স্থান: খড়গপুর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. বাঁকুড়া রঘুনাথপুর রোড, বাঁকুড়া মসজিদ মাচানতলা পাশে, পিনকোড - ৭২২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে দাবি নোটিশ প্রদান না করার ক্ষেত্রে জারি করা হবে)

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (সারফেসি আইন) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

হংসরাজ ত্রিবেদী	**ভাস্কর ত্রিবেদী**
১৭, এনএসবি রোড, গোপাল বাজাজ বিল্ডিং, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এর নিকট, পো : রানিগঞ্জ, রানিগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৪৭	১৭, এনএসবি রোড, গোপাল বাজাজ বিল্ডিং, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এর নিকট, পো : রানিগঞ্জ, রানিগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৪৭

এতদ্বারা উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, আইডিবিআই ব্যাংক লি. (আইডিবিআই ব্যাংক) কর্তৃক তাকে ওডি এবং টিএল এর মাধ্যমে ২০,০০,০০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ টাকা) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুরের পরিপ্রেক্ষিতে, হংসরাজ ত্রিবেদী (ঋণগ্রহীতা) এবং ভাস্কর ত্রিবেদী (সহ-ঋণগ্রহীতা) কর্তৃক প্রয়োজনীয় ঋণ ও জামানত সংক্রান্ত দলিলপত্র সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত আর্থিক সহায়তা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নে উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দলিল জমা রেখে বন্ধকের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা ৩০-১২-২০২৩ এবং ২৪-০৪-২০২৪ তারিখের ঋণ চুক্তি(সমূহ) অনুসারে উক্ত আর্থিক সহায়তা পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের খাতায় ঋণগ্রহীতার হিসাবটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সংঘটিত খেলাপের পরিপ্রেক্ষিতে, আইডিবিআই ব্যাংক, তার ১২-০২-২০২৫ তারিখের IDBI Bank/LRN/BNK/CM/2024-25 রেফারেন্সযুক্ত পত্রের মাধ্যমে, ০১-১২-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী সুদ ও অন্যান্য অর্থসহ মোট ২০,৫৯,৭৮৮.৬০ টাকা (কুড়ি লক্ষ উনষাট হাজার সাতশ অষ্টআশি টাকা এবং ষাট পয়সা) আর্থিক সহায়তা ঋণগ্রহীতার দ্বারা অবিলম্বে প্রদেয় বলে ঘোষণা করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে উক্ত পত্রে উল্লিখিত চুক্তিভিত্তিক হারে ০২-১২-২০২৪ তারিখ থেকে পরিশোধ বা আদায় হওয়া পর্যন্ত তার উপর প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদসহ উক্ত অর্থ আইডিবিআই ব্যাংককে প্রদান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। ০১-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, হংসরাজ ত্রিবেদী (ঋণগ্রহীতা) এবং ভাস্কর ত্রিবেদী (সহ-ঋণগ্রহীতা)-এর কাছে ১৭,৯৩,৬০৫.৬০ টাকা (সতেরো লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত পাঁচ টাকা এবং ষাট পয়সা) প্রদেয় রয়েছে (এর সাথে ০১-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত গণনাকৃত সুদ যা ০১-১২-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয়, এবং এর সাথে চুক্তিভিত্তিক হারে চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সুদ, এবং পরিশোধ/আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ প্রযোজ্য হবে)।
আইডিবিআই ব্যাংক কর্তৃক সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(২) অনুসারে ঋণগ্রহীতা(দের)/বন্ধকদাতা(দের) নিজ নিজ ঠিকানায় "প্রাপ্তি স্বীকার সহ নিবন্ধিত ডাক" এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নোটিশ জারি/প্রেরণ করা হয়েছিল, যা "ঠিকানায় এই ধরনের কোনো ব্যক্তি নেই" এই ডাক মন্তব্য সহ অপ্রেরণকৃত অবস্থায় ফেরত আসে। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, সারফেইসি বিধি ৩(১) এর শর্তানুযায়ী এই গণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনি আইডিবিআই ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোনো সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে (আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যতীত) করতে পারবেন না, অন্যথায় আপনি সারফেইসি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
এই পরিস্থিতিতে, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করেন। অন্যথায়, আইডিবিআই ব্যাংক একজন সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে, তার পাওনা আদায়ের জন্য সারফেইসি আইনের বিধানাবলী অনুসারে এবং আইডিবিআই ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য যেকোনো আইনের অধীনে তার সুরক্ষাস্বত্ব প্রয়োগ করার অধিকারী হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক জমি পরিমাপ মোট এরিয়া ১.০১ একর অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা - বোকাপাথার, জেএল নং ১৪৯, খতিয়ান নং ২৫৯, ৩৬২, ৪৮৪, ৪৫৮, বর্তমানে ৫২৭, এলআর প্লট নং ৩১৯/১০৭৭ পরিবর্তিত এরিয়া ০.৪০ একর- মোট এরিয়া ২.৩০ একর থেকে এবং এলআর প্লট নং ৩১৯/১০৭৭ সংবদ্ধ এরিয়া ০.৬১ একর - মোট এরিয়া ২.৪৬ একর থেকে, থানা : সালতোড়া, জেলা -বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি ভাস্কর ত্রিবেদী এর নামে তদস্থিত সমুদয় নির্মাণ সহ, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নথিভুক্ত গ্রামীণ রোড। **দক্ষিণে :** অবশিষ্ট জমি প্লট নং ৩১৯ এবং ৩১৯/১০৭৭। **পূর্বে :** জমি প্লট নং ৩২০। **পশ্চিমে :** জমি প্লট নং ৩১৮ এবং ৩৪২।

তারিখ : ২০.০৩.২০২৬
স্থান : বাঁকুড়া
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, রাঁচি
৬ষ্ঠ তল, প্রগতি সদন (আরআরডিএ বিল্ডিং), কুচেরি চক, রাঁচি ৮৩৪০০১
ও.এ. নং ৬২৩-২০২৫ সালের
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রামগড় ... দরখাস্তকারী ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রী দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় ... বিবাদীগণ

১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রোসিডিওর) রুলসের রুল ২৩ (৮) অধীনে সমন ইস্যু করা হয়েছে

ক্রম নং	বিবাদীগণের	ঠিকানা
১.	শ্রী দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পিতা শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়	ডিএভি পাবলিক স্কুল, সি সি এল রাজারাপ্পা প্রোজেক্ট, পো : রাজারাপ্পা প্রোজেক্ট, থানা - রাজারাপ্পা, জেলা - রামগড়, ঝাড়খণ্ড-৮২৫১০১, এবং নিবাস কাঞ্চনপুর, পো এবং থানা : বাঁকুড়া, জেলা : বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭২২১৫৫।

যেহেতু, দরখাস্তকারী ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইনের ধারা ১৯ অধীনে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে **২২,২২,৩৮৩.০০ টাকা (বাইশ লাখ বাইশ হাজার তিনশো তিরাশি টাকা) এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সুদ, শুল্ক অন্যান্য বকেয়া** উশুলের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিবাদীগণকে এতদ্দ্বারা রেজিস্ট্রার সমীপে **২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়** হাজির হয়ে সংশ্লিষ্ট আবেদনের মীমাংসা কেন করা হবে না তার জবাবদিহি করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আরও অবগত করা হচ্ছে, কোনও কারণে অনুপস্থিতি হলে আবেদনের শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ **২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬**

স্বা/-
রেজিস্ট্রার

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
এজেসি বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন নং (০৩৩) ২২২৯ ৮০৮৬ / ০৪৫৭ / ৩২৫৯

দাবি বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, (ঋণগ্রহীতা),** ১২, বাঘাযতীন রোড, পো এবং থানা : শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং -১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১।
২. **ঋত্বিক ভট্টাচার্য (ডিরেক্টর/জামিনদাতা),** পিতা প্রয়াত সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১১৮২ পূর্বালোক, ৪র্থতল, ফ্ল্যাট নং টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৯৯।
৩. **অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** পিতা ঋত্বিক ভট্টাচার্য, ১২, বাঘাযতীন রোড (পার্ক) শিলিগুড়ি (পুর কর্পো), দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১।
৪. **নীপা ঘোষ ভট্টাচার্য (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা সমরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ স্বামী ঋত্বিক ভট্টাচার্য, বাঘাযতীন রোড (পার্ক) শিলিগুড়ি (পৌর কর্পো), দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১।
৫. **সুনীতা গুপ্তা (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** পিতা কৃষ্ণ প্রসাদ গুপ্তা, স্বামী রাজেন্দ্র গুপ্তা, ডি এন পি বিল্ডিং, ৬০ হিলকার্ট রোড, বিনায়ক হোটেল এর বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ১০, মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি (পুর কর্পো), দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪০০১।
৬. **নীতু কুমারী গুপ্তা ওরফে নীতু গুপ্তা (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** পিতা অশোক কুমার গুপ্তা, স্বামী তারকেশ্বর গুপ্তা, ডি এন পি বিল্ডিং, ৬০ হিলকার্ট রোড, বিনায়ক হোটেল এর বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ১০, মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি (পুর কর্পো), দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪০০১।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট RBD-OCC-TEA CASH CRED TCC-MCLR 7695285777 এবং RBD-TL-AGRO MORT-AGRO IND 7829314518, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এ জে সি বোস রোড শাখা, ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং উপরের সারণিতে ২, ৩, ৫, ৬ নম্বরে থাকা বাকিরা হলেন ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণ। উপরের সারণিতে থাকা আপনাদের মধ্যে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ব্যক্তিও বন্ধকদাতা, যিনি আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের নেওয়া ঋণের জামানত হিসাবে নিজের সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনাদের মধ্যে ৪ নম্বর ব্যক্তি একজন জামিনদাতা।
আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে প্রথমজন তা গ্রহণ করেছিলেন।
সুবিধার প্রকৃতি (সীমা) : RBD-OCC-TEA CASH CRED TCC-MCLR : ৮.০০ কোটি টাকা এবং RBD-TL-AGRO MORT-AGRO IND : ৫.০০ কোটি টাকা
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
১. MSME-MIC-SOD-GENERAL-REPO ২. RBD-TL-AGRO MORT-AGRO IND	ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, মঞ্জুরি পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার, মালিকানার দলিল জমা নিশ্চিত করে সম্পূরক পত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টি চুক্তি, হাইপোথিকেশন চুক্তি এবং অন্যান্য বিভিন্ন সম্পর্কিত নথি।

উপরোক্ত ঋণ পরিশোধ উপরের সারণীতে উল্লিখিত আপনাদের মধ্যে ২য় থেকে ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এবং উপরের সারণীতে উল্লিখিত আপনাদের মধ্যে ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক বন্ধকী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টিযুক্ত। উক্ত ঋণ পরিশোধ কলকাতার ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এ জে সি বোস রোড শাখায় সম্পত্তি(সমূহ)-এর বন্ধক/হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে সুরক্ষিত। সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে ঋণ হিসাবটি ২৭.০২.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
০৪.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ হল ১২,৬৯,৩৩,৭৭৬.০০ টাকা (বারো কোটি ঊনসত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশ ছিয়াত্তর টাকা) এবং উক্ত টাকার উপর এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ প্রযোজ্য হবে।

অ্যাকাউন্ট নং	সীমা	বুক ও/এস ০৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী	এমওআই ০৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী	মোট ০৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী
৭৬৯৫২৮৫৭৭৭	৮,০০,০০,০০০.০০	৮,০০,০০,০০০.০০	২৬,৩৮,৯৫৭.০০	৮,২৬,৩৮,৯৫৭.০০
৭৮২৯৩১৪৫১৮	৫,০০,০০,০০০.০০	৪,৩৩,২৮,৩১০.০৪	৯,৬৬,৫০৯ ০০	৪,৪২,৯৪,৮১৯.০০
মোট		১২,৩৩,২৮,৩১০.০৪	৩৬,০৫,৪৬৬.০০	১২,৬৯,৩৩,৭৭৬.০০

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসাবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্দ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, বর্তমান তারিখ (০৪.০৩.২০২৬) পর্যন্ত প্রদেয় অর্থ অর্থাৎ - **১২,৬৯,৩৩,৭৭৬.০০ টাকা** (বারো কোটি ঊনসত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তর টাকা) এবং এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদেরকে আর কোনো প্রকার উল্লেখ না করেই তার জামানতি স্বার্থ বলবৎ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে নীচে তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনার দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের ধারা ১৩ (১৩)-এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই নোটিশের তারিখের পর সুরক্ষিত সম্পদের (নীচে তফসিলভুক্ত) কোনো হস্তান্তর বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে করা যাবে না।
উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশটি আপনাকে জানানো হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ডিআরটি/ডিআরটি-এর আর ও/ডিআরএটি/আদালত সমীপে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষে ইস্যুকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে উদ্ভূত দায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিজের উপর আপনার খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় তিনতলা পরিমাপ ৫৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক)(সিঁড়ি এবং চাতাল ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ সহ), ৪৫০০ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) অফিস এর ব্যবহারের জন্য (মেঝে সিমেন্টের) বহুতল পাকা ভবনে অবিভক্ত সম্পত্তি জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.১৯৬ একর বা ১১.৮৫৮ কাঠা, অংশ আরএস প্লট /দাগ নং ৮২৮৬, এলআর প্লট নং ৪৫২০, নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ২৩৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৯৭, ৩৩৯৮, ৩৩৯৯, আরএস জেএল নং ১১০ (৮৮) এলআর জেএল নং ৮৮, তৌজি নং ৩(জেএ) হোল্ডিং নং ৫০/৭৭৫/২৪১/১৭০, ওয়ার্ড নং ১০, শিলিগুড়ি পৌর সংস্থা অধীন, অবস্থিত মহানন্দপাড়া হিল কার্ট রোড জোন-এয়ার ভিউ সেবক রোড পোস্ট অফিস -শিলিগুড়ি, আরএস মৌজা- শিলিগুড়ি, এলআর মৌজা -শিলিগুণি মধ্য, পরগনা-বৈকণ্ঠপুর, থানা- সাব ডিভিশন এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস শিলিগুড়ি, জেলা -দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** কার্তিক চন্দ্র দে রোড। **দক্ষিণে :** শ্রী টি পি কুন্ডু এর জমি এবং ভবন। **পূর্বে :** কার্তিক চন্দ্র দে রোড। **পশ্চিমে :** ৫০ ফুট চওড়া হিল কার্ট রোড।
মালিক : শ্রীমতি নীতু গুপ্তা ওরফে নীতু কুমার গুপ্তা, স্বামী তারকেশ্বর গুপ্তা এবং শ্রীমতি সুনীতা গুপ্তা ওরফে সুনীতা কুমারী, স্বামী শ্রী রাজেন্দ্র গুপ্তা।
দলিল নং ১-৪৮৯/২০২৪ এবং ১-৪৯০/২০২৪।
২. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ৪৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি তদস্থিত ভবন (২ তলা ভবন মোট এরিয়া ১৭৩৬ বর্গফুট , ৮৬৮ বর্গফুট প্রতি তলে এবং আরও ২ তলা ভবন মোট এরিয়া ৬৭৯৩৬৮ বর্গফুট, ৩৩৯.৮৪ বর্গফুট প্রতি তলে) অবস্থিত মৌজা- গায়েরকতা, এলআর খতিয়ান নং ৯৫২, এলআর নং ১৬৩৪, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৩১। **দক্ষিণে :** সুকুমার ভাদুন এর জমি। **পূর্বে :** পঞ্চায়েত রোড। **পশ্চিমে :** গণেশ চন্দ্র রায় এর জমি।
মালিক : শ্রীমতি নীপা ভট্টাচার্য (ঘোষ), স্বামী ঋত্বিক ভট্টাচার্য।
দলিল নং ১-১১৬৯ তারিখ ২৯.০৪.২০০৮,
৩. ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, ফ্ল্যাট নং টি-২ (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ৩ বেডরুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি, ১ ব্যালকনি, এবং ঢাকা কার পার্কিং স্পেস উত্তর দিকে, একতলায়। পরিমাপ ১২০ বর্গফুট এবং ৩ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একতলায় প্রতিটির এরিয়া ১৬৬.৫০ বর্গফুট সমুদয় মোট এরিয়া ৫০০ বর্গফুট কমবেশি অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা অবস্থিত মৌজা- কালিকাপুর, পরগনা-খাসপুর, জেএল নং ২০, আরএস নং ২, তৌজি নং ৩, ৫, ১২ খতিয়ান নং ১৮, ১৫৩/১, খণ্ড খতিয়ান নং ৩৫৭, ৩৫৮, আরএস দাগ নং ৩৫৬/৪০৬, স্কিম প্লট নং ১০বি, পুর প্রেমিসেস নং ১১৮২, কালিকাপুর, ওয়ার্ড নং ১০৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর (পূর্বতন সদর টালিগঞ্জ পরে যাদবপুর পরে কসবা), কলকাতা- ৭০০০৯৯, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জি-৩ তলা বসবাসের ভবন হাউসিং কমপ্লেক্স পরিচিত পূর্বালোক নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **দক্ষিণে :** জমি দাগ নং ৩৫৬/৪০৬। **পূর্বে :** জমি দাগ নং ৩৫৬/৪০৬। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ১১৭৯, কালিকাপুর।
মালিক : অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য।
উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৩১৪৮-২০২২ সালের।

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া **Bank of India BOI** Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩.১১.২০২৫** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী বেচারাম মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা), পিতা- প্রয়াত অমরপতি মণ্ডল** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৪৫,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ২৯.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে** পরবর্তী অধার্য্যকৃত সুদ সহ উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৮ মার্চ, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৬,৪৫,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ২৯.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে** পরবর্তী অধার্য্যকৃত সুদ সহ এবং তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় , চার্জ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শ্রী বেচারাম মণ্ডলের নামে নথিভুক্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত গ্রাম- ভবানন্দপুর, পোঃ- গোদা অন্নদা, পিন- ৭১৩১২২; মৌজা- ভবানন্দপুর, জে.এল. নং ১৫৫, এল.আর. দাগ নং ১২১৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৫৯-এর অন্তর্ভুক্ত ২.৫০ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও তার উপর অবস্থিত আবাসিক ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
সম্পত্তির চতুঃসীমা:- উত্তরে- কার্তিক চন্দ্র মোদকের সম্পত্তি, দক্ষিণে- গণেশ মণ্ডলের বাড়ি, পূর্বে- বৈঁচি থেকে কালনা ১১ নম্বর রাস্তা, পশ্চিমে- লক্ষ্মী চরণ হাঁসদার বাড়ি।

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬, স্থান: নেপাকুলি
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of India BOI

বোকারো জোনাল অফিস
ই-১৭, ২য় তল, সিটি সেন্টার, সেক্টর ৪, বোকারো স্টিল সিটি, ঝাড়খন্ড, পিন - ৮২৭০০৪

দখল নোটিশ

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী স্বরূপ মজুমদার এবং শ্রীমতি অর্পিতা মজুমদার।** **খ) শাখা : চাস।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ডি-৩, পঞ্চমতলে, ভবনের, অনামিকা অ্যাপার্টমেন্ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট এবং এক দ্বিচক্র যানের পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ২৫ বর্গফুট এবং অবিভক্ত জমির জি-৪ তলা ভবনে/অ্যাপার্টমেন্ট জ্ঞাত অনামিকা অ্যাপার্টমেন্ট উল্লেখ্য **দলিল নং ২৯১৭/২২ তারিখ ২২.০৭.২০২২, সম্পত্তি শ্রী স্বরূপ মজুমদার এবং শ্রীমতি অর্পিতা মজুমদার এর নামে,** অবস্থিত সিএস প্লট নং ৩২০(অংশ) আরএস প্লট নং ১১৬৬ এবং ১১৬৭, খতিয়ান নং ২১১, এলআর প্লট নং ১৩৮২ এবং ১৩৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৩২৪৯, মৌজা-আসানসোল, জেএল নং ৩৫, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি দলিল অনুযায়ী : উত্তরে :** গোবিন্দ আচার্য এর ভবন। দক্ষিণে : কলোনি রোড। পূর্বে : সূর্য্য নারায়ণ আবাসন। পশ্চিমে : কলোনি রোড বাই লেন। পূর্বের দখল নোটিশ ধারা ১৩(৪) অধীনে , ০৫.১২.২০২৩ তারিখ এবং ১৮.০২.২০২৫ তারিখে ইস্যুকৃত খারিজ এবং নতুন ১৩(৪) অধীনে ১৮.০৩.২০২৬ তারিখে ইস্যুকৃত নতুন নোটিশ।	**ক) ১৮.০৩.২০২৬** **খ) ০৫.১২.২০২৩** **গ) ২৫,৩৬,৯৮৬.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ ছত্রিশ হাজার নশো ছিয়াশি টাকা) টাকা** ০৫.১২.২০২৩ থেকে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ

তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬
স্থান : বোকারো
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
জনাব মহঃ জিয়াউর রহমান	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯২১০৩০০৫৬৪২৩৫৫৯-এর অধীনে বকেয়া **৩৩,৪৩,৭৬৯.৬০ টাকা** ০১.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯২১০৩০০৫৬৪২৩৫৭৫ -এর অধীনে বকেয়া **৩৭,৯৩৭.৫০ টাকা** ০১.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। খ) ২৮.০৮.২০২৫ গ) ১৯.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পদের বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁইথিয়া থানার অধীনস্থ পিন , ৭৩১২০১, ভ্রমরকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- কুচিঘাটা, জে.এল. নং ১৪৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৫৫, প্লট নং ৪২৭/১৯৮৯-এর অন্তর্ভুক্ত আনুমানিক ৮.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তদুপরিস্থিত ভবন ও কাঠামোসহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী তন্ময় দাস এবং শ্রী জয়দেব দাস বৈরাগ্য @ জয়দেব দাস	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯২৩০৩০০০৩১৮০২৭৬-এর অধীনে বকেয়া **১৬,৮৯,৬৩৭.০০ টাকা** ০১-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণে ০১-১১-২০২৪ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯২৩০৩০০০৩১৮০২৮৯ -এর অধীনে বকেয়া **২৮,৫০০.০০ টাকা** ০১-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণে ০১-১১-২০২৪ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। খ) ১৪.০৮.২০২৫ গ) ১৯.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পদের বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁইথিয়া থানার অধীনস্থ দেড়পুর পোস্ট অফিস পিন - ৭৩১২৩৪ ও হাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত মৌজা- দেড়পুর, জে.এল. নং - ৪৩, প্লট নং ৬৯৩/১৮৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪২৯-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তদুপরিস্থিত ভবন ও কাঠামোসহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
মেসার্স মা তারা ট্রেডিং (স্বত্বাধিকারী- সুব্রত চিনা) এবং শ্রী সুব্রত চিনা	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯২২০৩০০০২৫৬৬৫৬৬-এর অধীনে বকেয়া **৬১,৯৮,৪৯৯.৬০ টাকা** ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণে ২৯.০২.২০২৪ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। খ) ১০.০৯.২০২৫ গ) ১৯.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পদের বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপাড়া থানা এবং এ.ডি.এস.আর.-এর অধীনস্থ রশিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- রশিদপুর, পিন - ৭১২৪০৮ জে.এল. নং ২৬, আর.এস. এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৭৬, দাগ নং ১৭০৭, তৌজি নং ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তদুপরিস্থিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত ভবন, কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং মাটির সাথে সংযুক্ত বা মাটির সাথে যুক্ত কোনো কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আটকানো সমস্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতিসহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
চতুঃসীমা:- উত্তরে- সনৎ ভড়ের জমি; **দক্ষিণে-** অজয় ঘোষের জমি; **পূর্বে-** জয়দেব কর্মকারের জমি; **পশ্চিমে-** রমেশ শীল ও গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জমি।

তারিখ: ২০.০৩.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

‘হোম টাউন’ বহরমপুর কেন্দ্রেই কংগ্রেসের টিকিট পেলেন অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: এতদিন বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে অধীর চৌধুরীর নাম শুধু জল্পনায় ভাসছিল। কেউ নিশ্চিত করে এতদিন বলতে পারেননি। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস অফিসে সাংবাদিক বৈঠক থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরী নিজেই নিশ্চিত করে দিলেন তিনি এবার ‘হোম টাউন’ বহরমপুর কেন্দ্র থেকেই লড়ছেন। এদিন তিনি জানান, ‘দল চাইছে তাই আমি দাঁড়াচ্ছি। আগামী সোমবার কংগ্রেস রাজ্যের ২৯৪ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে চলেছে।’ প্রার্থী তালিকায় চমক থাকবে বলেই কংগ্রেস সূত্রে খবর।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘পার্টি বলছে তাই দাঁড়াচ্ছি। আমি দলের একজন সৈনিক মাত্র। আমি বাইরে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছি না। বহরমপুর বিধানসভা আমার লোকসভার মধ্যেই পড়ে। তবে এতদিন লোকসভা নির্বাচন করেছি। বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়াতে কিছুটা হলেও অস্বস্তি লাগবে। পার্টি আমাকে চাইছে তাই দাঁড়াচ্ছি।’ বহরমপুরের মানুষ অধীর চৌধুরীকে চাইছেন শুনে তিনি বলেন, ‘সাধারণ মানুষ চাইছে, আমি দাঁড়ায় তবে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। মানুষ চাইছে এতবড় স্বীকৃতি হয় না। এটা রাজনৈতিক জীবনে আমার নোবেল পুরস্কার।’ একইসঙ্গে অধীর চৌধুরী জানান, ‘রাজ্যে অবাধ নির্বাচন হবে আমার বিশ্বাস হয় না।’ অধীরবাবুর দাবি, ‘নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণার পর নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস গত পাঁচ বছর প্রত্যেকটি স্তরে ঘুঁটি সাজিয়ে রেখেছে। গুন্ডা ও পুলিশ আঁতাত রয়েছে।’

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে নবগ্রামে বিধানসভা নির্বাচন থেকেই অধীর চৌধুরীর ভোটে লড়া শুরু। তবে প্রথমবার বাজিমাৎ করতে পারেননি। সিপিএম প্রার্থী শিশির সরকারের কাছে ১৪০১ ভোটে পরাজিত হন। পরের বার, ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি পলাতক হয়েই আড়াল থেকে নির্বাচনে লড়ে বিধানসভায় যান। ১৯৯৯ সালে প্রথমবার বহরমপুর লোকসভা থেকে জয়ী হয়ে দিল্লিতে যান। এরপর পরপর আরও চারবার বহরমপুর লোকসভা থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হন অধীর। তিন দশক ধরে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস রাজনীতির ব্যাটন তাঁর হাতেই ছিল। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিশ্বজয়ী ক্রিকেট দলের ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরীর শূন্য হাতে ফিরেও চুপ থাকতে হয়েছে। বাইশ আসনের বিধানসভা ভোটে কুড়িটি আসনে শাসক দল জিতেছে। বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে পদ্ম ফুটেছিল। তবে ২০২৩ সালে সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে বাইরন বিশ্বাসকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠান অধীর। তবে তিন মাসের মধ্যে শিবির বদল করে ঘাসফুলে যোগ দেন বাইরন বিশ্বাস। ফলে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস এখনও শূন্য। এবার সেই মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের জয় পরাজয় অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের অগ্নি পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই এআইসিসি বহরমপুরের ব্যাটন তুলে দিয়েছেন অধীরের হাতেই। শোনা যাচ্ছে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০০৬, ২০১১, ২০১৬ সালে জয়ী মনোজ চক্রবর্তী এবার সাগরদিঘি থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

হরেরাম সিংয়ের দেওয়াল লিখনে পড়ল কালির ছাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তপসী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং-এর নামে দেওয়াল লিখনে পড়লো কালো কালির ছাপ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিল্পাঞ্চলে তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। বিরোধীদের চক্রান্ত, দাবি শাসকদলের।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তপসী গ্রাম পঞ্চায়েতের মসজিদ পাড়া এলাকায় বেশ কয়েকটি দেওয়ালে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং-এর নাম ও তৃণমূলের প্রতীক চিহ্ন আঁকা দেওয়ালে কেউ বা কারা কালো কালি লেপে দিয়ে প্রার্থীর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই প্রসঙ্গে ওই এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দাবি, ‘গত ১৭ই মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয় এবং জামুড়িয়ায় দ্বিতীয়বারের জন্য প্রার্থী করা হয় হরেরাম সিংকে, তারপরই আমরা সকলে মিলে বিধায়কের নামে দেওয়াল লিখন করি। কিন্তু আজ সকালে আমরা দেখতে পাই বিধায়কের সমর্থনে লেখা দেওয়াল কেউ বা কারা কালো কালি ও গোবর লেপে দিয়েছে।’ বিরোধী দলগুলি নোংরা রাজনৈতিক খেলায় নেমেছে বলেও দাবি করে তৃণমূল। অন্যদিকে, ২০২৬-এর তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং-এর মন্তব্য, ‘যে বা যারা এই কাজটি করেছে তারা ঠিক করেনি। বিধায়কের আরও দাবি, শান্তিপূর্ণ এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই এধরনের কাজ করছে।’ তবে এমন ঘটনায় পাল্টা বক্তব্য দিতে ছাড়েননি বিজেপি প্রার্থী ডা. বিজন মুখার্জী। তাঁর কথায়, ‘আমাদের কর্মী, সমর্থকেরা সকলে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। শেষ পর্যন্ত এমন ঘটনা তৃণমূলের অন্তর কলহই প্রমাণ করে।’

অভিষেকের দিকে সরাসরি আঙুল!

বিস্ফোরক হিঙ্গলগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: ‘দিদি অনেক স্বপ্ন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিলেন, যে সঙ্গ অভিষেক জানে বলে আমার মনে হয় না।’ হিঙ্গলগঞ্জ-এর তিনবারের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল এবার সরাসরি আঙুল তুললেন শাসক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। তিনি শুধু এখানেই থেমে থাকেননি, আই প্যাকের বিরুদ্ধেও মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, ‘দিদি বলেছিলেন ওই প্যাক প্যাক, আমি বলি ওই প্যাকপ্যাককে নিয়ে দল চালাতে হবে, এটার জন্য দিদি তৃণমূল করেননি। প্যাক প্যাককে পকেটে ঢুকিয়ে কালেকশন দল চালাবো বলে দিদি দল করেননি। তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য দল তৈরি করেছিলেন।’ বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন হিঙ্গলগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক। আমডাঙা, বসিরহাট উত্তর, বাদুড়িয়ার পর এবার মুখ খুললেন হিঙ্গলগঞ্জের সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল। রাজ্যের ভোট কুশলী সংস্থাকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়লেন না। তিনি বলেন, ‘আমাকে চিরকাল টিকিট দিতে হবে এমনটা নয়। আমি টিকিটের জন্য আফসোস করছি না। দল আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবে না, এখানে কাকে প্রার্থী করলে ভাল হয়? তিন প্রজন্ম জুড়ে হিঙ্গলগঞ্জের মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। দিদি এখনও জানেন, হিঙ্গলগঞ্জের কথা হলেই দিদি মনে দেবেশ মণ্ডল আছে। কিন্তু দল তো পর্যালোচনা করবে। এই দলে পর্যালোচনা হয় না, কোনও পোস্টমর্টম হয় না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বৈঠক, আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রচারে জোর মানিক বাউড়ির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: প্রার্থী ঘোষণা হতেই ময়দানে নেমে পড়লেন পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মানিক বাউড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে মৌতড়ের বিখ্যাত মা বড়কালীর মন্দিরে পুজো দিয়ে মঙ্গল কামনা করে নিজের প্রচার কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি।

এদিন সকালে মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরই মৌতড় গ্রাম পরিক্রমা করে জনসংযোগ করেন তিনি।

পাশাপাশি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেন মানিক বাউড়ি। সমর্থকরা ঢোল-ধামসা বাজিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রার্থীকে। নাম ঘোষণার পর পাড়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে জনসংযোগ করেছেন মানিক বাবু। পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে বার বার বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বৈঠক ও আলোচনা সারতেও দেখা যায় তাঁকে। সব মিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রচারে গতি আসতে শুরু করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রচারে প্রার্থীর সঙ্গে দলের নেতা, কর্মীদের মধ্যে উপস্থিতির হার নজর কাড়া ছিল। প্রার্থী মানিক বাউড়ি বলেন, এবারের নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী তিনি।

নির্বাচন ক্ষেত্রে নজর কাড়ছে বড়জোড়া কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বড়জোড়া কেন্দ্রের দিকে নজর জেলাবাসীর। জেলার প্রধান তিন রাজনৈতিক দল তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থী ঘোষণা করে জোর কদমে নেমে পড়েছে প্রচারে। এই তিন দলই বিগত নির্বাচনগুলির ফলাফল এবং এলাকার বৈশিষ্ট মূল্যায়ণ করেই এবার প্রার্থী ঘোষণা করেছে এমনটাই মনে করছেন জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহল। একসময় বড়জোড়া ছিল বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি। গত ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী সুস্মিতা বিশ্বাস হেরে যান। এই নির্বাচনে বাম দূর্গের পতন ঘটিয়ে তৃণমূল প্রার্থী আশুতোষ মুখার্জি ৪৭.৬৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। বিজেপি মাত্র ৩.৫৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। দলীয় প্রার্থী স্থানীয় না হওয়ায় এই পরাজয় এসেছিল বলে বামদের পর্যালোচনায় মনে করা হয়। গত ২০১৬ সালে বামেরা স্থানীয় সুজিৎ চক্রবর্তীর ওপর ভরসা করে। অন্যদিকে, তৃণমূল অভিনেতা কলকাতার সোহম চক্রবর্তীকে প্রার্থী করে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় সুজিতবাবু ৪৩.৪২ শতাংশ এবং সোহমবাবু ৪৩.১১ শতাংশ ভোট পান। বামেরা ফের দখল করে তাদের হারিয়ে ফেলা দূর্গ। প্রার্থী বহিরাগত হওয়ায় তৃণমূলের ভোট কমে ৪.৫৮ শতাংশ। গত ২০২১ নির্বাচনে তৃণমূল স্থানীয় অলোক মুখার্জিকে প্রার্থী করে। এতে স্থানীয় মানুষের সমর্থন মিলে। অলোকবাবু ৪২.৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। এই নির্বাচনে বামেদের জনসমর্থনে বিশাল ভাটা পড়ে। এবারের নির্বাচনে শাসক ও বিরোধী দল প্রার্থী বদল করেছে। শাসকদল তৃণমূল অলোকবাবুর পরিবর্তে প্রার্থী গৌতম মিশ্রকে করেছে। জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহলের মতে শাসকদল হয়তো উপলব্ধি করে, তৃণমূলের জনপ্রিয়তাতে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। গত ২০২১ সালের শাসকদলের ভোট সামান্য হলেও (০.৬০ শতাংশ) কমেছে। তাই তাঁরা সেই ঝুঁকি নিতে রাজি হন নি। গৌতমবাবু বড়জোড়ার জনপ্রিয় পরিবহন ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী। অন্যদিকে, বিরোধী দল বিজেপি বেড়ে চলা জনপ্রিয়তার গতি ধরে রাখতে স্থানীয় নতুন জনপ্রিয় মুখ বিল্লেশ্বর সিনহাকে প্রার্থী করেছে। তাঁর ওপর প্রায় তিন মাস আগে বড়জোড়া কেন্দ্রে জনসভা করে গেছেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিত নির্বাচনগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার ফলাফলের ওপর নজর জেলাবাসীর।

প্রার্থী সুব্রত দত্তের জয়ের লক্ষ্যে ওন্দায় তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ওন্দা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ওন্দা বিধানসভা এলাকায় কালিসেন অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক আশিস চক্রবর্তী, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও ওন্দা বিধানসভার প্রার্থী সুব্রত দত্ত ও ওন্দা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তম কুমার বিট-সহ অন্যান্য অঞ্চল নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্তকে জয়ী করার লক্ষ্যে এদিনের সভায় আগামী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। সভায় ঠিক হয়, এই বিধানসভার সকল স্তরের কর্মীবৃন্দদের নিয়ে শুক্রবার থেকেই ওন্দা বিধানসভা জুড়ে ধারাবাহিক নির্বাচনী কর্মসূচি শুরু হয়ে যাবে। এদিন সভায় আশিস বাবু সকল কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে পূর্ণ উদ্যমে আগামী এক মাস নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘সংগঠনের ঐক্য ও শক্তির মাধ্যমে ওন্দা বিধানসভা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।’ পাশাপাশি তিনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চতুর্থবারের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য ওন্দা বিধানসভার প্রার্থী সুব্রত দত্তকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। সভা থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় সংগঠনের ঐক্য, কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমেই ওন্দা বিধানসভায় জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস।

মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারে নরেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৃহস্পতিবার সকাল সকাল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের বজরংবলী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রচারে বেরিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। ভূমিপুত্র নিজেদের প্রার্থীকে সামনে পেয়ে উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের প্রচারে তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর কর্মী, সমর্থকরাও জমায়েত হয়েছিলেন। প্রথমেই নিজেদের প্রার্থীকে ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন তাঁরা। তারপরই বজরংবলী মন্দিরে পুজো দিয়ে এদিনের জনসংযোগ প্রচার সারেন তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নরেন বাবু জানান, বিগত বছরগুলিতে তিনি এবং তাঁর দল তৃণমূল মানুষের পাশে ছিলেন। সব সময় সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে সামিল হয়েছেন। তাই তাঁর ভরসা আগামী ভোটে তিনি বিজয়ী হবেন।পাণ্ডবেশ্বরের শ্যামসুন্দরপুর থেকে শুরু হয় এদিনের কর্মসূচি। এরপরই ডিডিসি কলোনি, কুমারডিহি ও সিটি কলোনি ও কুমারডিহি গ্রামে প্রচার সারেন। প্রচার শেষে এদিনের মধ্যাহ্নভোজন কুমারডিহি গ্রামেই করেন দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রচারে ইফতারে যোগ তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ইফতার মজলিসে যোগ দিলেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। মঙ্গলবার বিকেলে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই কার্যত কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়েন তিনি। এদিন বিকেলে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের ইফতার মজলিসে যোগ দিতে দেখা যায় এই তৃণমূল প্রার্থীকে। সেখানে তিনি ইফতার মজলিসের পর রোজাদারদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন আর বিজেপির বঞ্চনা হল তাঁর প্রচারের হাতিয়ার। জয়ের ব্যাপারে তিনি খুবই আশাবাদী।

এসআইআর আতঙ্কে বাদুড়িয়ায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: আবারও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু বাদুড়িয়ায়। আত্মহত্যা বছর ৩৬ এর ইসমাইল মোল্লার। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকাজুড়ে। মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মীরা।

বাবা, মা, ভাই সকলের নামই নতুন ভোটার তালিকায় আছে। শুধু তাঁর নাম তালিকায় নেই। ভোটার তালিকায় নাম ‘বিচারাধীন’। ভোটার তালিকা দেখার পর থেকেই চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন ওই যুবক। আগে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন, এবার তালিকায় নাম না উঠলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার তিনি আত্মহত্যারই পথ বেছে নেন। ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়ার পশ্চিম নাটুরিয়ার ১৩১ নম্বর বুথে। নতুন ভোটার লিস্ট বেরোনোর পর তাঁর নাম আসে বিচারাধীন। সেই নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন ছিল ইসমাইল মোল্লা। কিভাবে এর সমাধান হবে সেই নিয়ে পরিবার-সহ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে বারংবার আলোচনা করতেন এবং দুশ্চিন্তাও করতেন। এদিন সকালে সে আত্মহত্যা করেন। পরিবারের দাবি, ভোটার তালিকায় তাঁর নাম বিচারাধীন থাকায় অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার ফলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ইসমাইল। এই মৃত্যু দায় কে নেবে তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অন্যান্যরা।

রাম নবমী উপলক্ষে কাঁকসা থানায় প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন রাম নবমী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কাঁকসা থানায় একটি প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত, বিভিন্ন রাম নবমী কমিটির সদস্যরা, এসিপি কাঁকসা এমডি আলি রেজা, পানাগড় আরপিএফ, ওসি, সিআরপিএফ-এর এক আধিকারিক, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত, দেবদাস বক্সী, কুলদীপ সরকার, কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্র পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি,উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ, কাঁকসা পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষ তথা দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান, আমলাজোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর, সমিতির সহ-সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল,বিশিষ্ট সমাজসেবী পল্লব ব্যানার্জি, রমেন মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা। কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত জানিয়েছেন, ‘শান্তিপূর্ণভাবে যাতে কাঁকসায় উৎসব পালিত হয়, সেই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ইমাম ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। মোট ৪ জায়গা থেকে মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ডিজে বাজানোর বিষয়েপুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও কোনও শিশুদের হাতে কোনওরকম অস্ত্র যাতে না থাকে, সেই বিষয়ে রাম নবমী কমিটি গুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। বাকি সরকারি যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম মেনেই উৎসব পালিত হবে।’ তবে শোভাযাত্রায় যাতে কোনও ভাবেই রাজনৌতিক রং না-লাগে সেদিকেও কমিটির সদস্যদের আবেদন করা হয়েছে।

‘ভূমিপুত্র’ আবেগ জাগিয়ে জনসংযোগে চন্দ্রশেখর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী জোরকদমে জনসংযোগ শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার গোপালপুরের উত্তরপাড়ায় এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। প্রচারের সময় তিনি বলেন, এই বিধানসভা নির্বাচন শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ও তৃণমূল কংগ্রেস-এর মধ্যে লড়াই নয়, বরং এটি সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধারণ মানুষের লড়াই। এলাকার পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, ড্রেনেজ ব্যবস্থাও নেই। গত পাঁচ বছরে যিনি ক্ষমতায় ছিলেন, তিনি কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেননি।’ নিজেকে এলাকার ‘ভূমিপুত্র’ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি আশ্বাস দেন, ‘আমি এখানকারই ছেলে। মানুষ আমাকে সুযোগ দিলে, জিতে এসে কাজ করে দেখাবো।’ গোপালপুরের উত্তরপাড়ায় তার এই জনসংযোগ ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

‘দেবাংশুর মাথার উপরে মমতা-অভিষেক আছেন’

নিজেকে নগণ্য বললেন অভিমানী অসিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেবাংশু তাঁর বাড়িতে যেতেই মানভঞ্জন অসিতের? ব্যাট ধরলেন দেবাংশুর হয়ে? নাকি ঘুরিয়ে বার্তা দিলেন একেবারে শীর্ষ নেতৃত্বকেই? ফের তা নিয়েই চাপানউতোর শুরু হয়েছে গোটা জেলার রাজনৈতিক মহলে। প্রার্থী না করায় অভিমান, ক্ষোভ সব একসঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। জানিয়ে দিয়েছিলেন আর রাজনীতি করবেন না। নতুন সাংবাদিক বৈঠকে পরপর উঠে এল একের পর এক নাটকীয় ছবি। প্রার্থী ঘোষণার পর অসিত তো সাফ বলেছিলেন, ‘রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিচ্ছি। দরকারে আবার কোর্টে প্রাকটিস করব।’ যদিও দেবাংশু দেখা করার আগেই বলেছিলেন, ‘অসিতবাবু আমার পিতৃসম, আমি ওনার সন্তানের মতো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মান-অভিমান থাকতেই পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি একজন পিতা কখনোই তাঁর সন্তানকে ফিরিয়ে দেবেন না।’ তখনই জানিয়ে দিয়েছিলেন শীঘ্রই তিনি দেখাও করবেন অসিতের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত দেখা হল। বুধবার রাতে প্রিয়নগরে অসিতে বাড়িতে পৌঁছে যান দেবাংশু। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। অসিত তাঁকে জড়িয়েও ধরেন। তারপরই শুরু হয় একেবারে ম্যারাথন আলোচনা। পরে সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুজনের মধ্যে কী কথা হল তাও বলেন দেবাংশু-অসিত। যদিও তার আগে চেয়ার বসা নিয়ে সাংবাদিকদের সামনেই সৌজন্যের পরিচয় দেন পরিচয় দেন দেবাংশু। বড় চেয়ার ছাড়লেন অসিতকেই। যদিও অসিত তাঁকে সেই চেয়ারে আগেই বসতে বললেও দেবাংশুর সাফ কথা, ‘অসম্ভব দাদা। তুমিই বসবে ওটাতে।’ এরপরই অসিতের পাশের একটি প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে দেবাংশু। বলেন, ‘অসিতদার থেকে অনেক পরামর্শ নিয়েছি। সেগুলি ডাইরিতে নোট করেছি। উনি যেভাবে চুঁচুড়াকে হাতের তালুর মত চেনেন আমার লড়াইয়ে তাঁকে লাগবে। তিনি বলেছেন আমার পাশে থাকবেন।’

দেবাংশু বললেও, এখনও অসিতের সুর যেন বেশ খানিকটা বেসুরোই। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও বারবার ঝরে পড়ল অভিমানের সুর। শুরুতেই বললেন, ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দলের যারা কর্মী তাঁরা আশা করি দলের প্রার্থীকে জেতার জন্য কাজ করবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে চতুর্থবাবের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। এটা আমি চাই। তার জন্য যা করার করব।’ এরপরই দেবাংশুর প্রসঙ্গ উঠতেই বলেন, ‘দেবাংশুকে আলাদা করে চেনানোর দরকার নেই, ওকে সবাই চেনে। দেবাংশুর পিছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। অসিত মজুমদার নগন্য। ওর মাথার উপরে যেখানে মমতা-অভিষেক আছেন সেখানে অসিত মজুমদারের দরকার হয় না। অসিত মজুমদার তৃণমূলের একজন নগন্য সৈনিক।’ কথাটা বলে কোমর যেই না একটু পিছনে হেলিয়েছেন অসিত সঙ্গে সঙ্গে দেবাংশু তাঁর হাত টেনে নিয়ে বললেন, ‘দাদা বললেন তিনি ক্ষুদ্র সৈনিক! কিন্তু আমি বলি দাদা নিজেকে যতটা ক্ষুদ্র মানুষ মনে করেন তিনি ততটা ক্ষুদ্র মানুষ নন। তাই স্বাবভাবিকভাবে মাথার উপর মমতা-অভিষেক যেমন রয়েছেন তেমনই চুঁচুড়াতে আমাদের অভিভাবক অসিতদাকে আমার চাই।’

কেতুগ্রামে ধর্মীয় স্থান উন্নয়নের প্রচার বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: ক্ষমতায় এলে অট্টহাস ও বহুলক্ষ্মী মন্দির-সহ এলাকার ধর্মীয় স্থানগুলির উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও কর্মসংস্থান, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য এবং মহিলাদের নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলে জানালেন বিজেপি প্রার্থী মথুরা ঘোষ।

কেতুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আবহে মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগে জোর দিলেন বিজেপি প্রার্থী। প্রথমে শ্রী শ্রী মহাপীঠ সতীর

অট্টহাস মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে মানুষের বিপুল সাড়া পাওয়ার দাবি করেন তিনি। এরপর বহুলক্ষ্মী মায়ের মন্দিরেও পুজো দিতে গিয়ে একইভাবে জনসমাগম লক্ষ্য করা গেছে বলে জানান প্রার্থী। তাঁর দাবি, কোনও দলীয় আহ্বান ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ উপস্থিত হয়েছেন, যা জনসমর্থনেরই ইঙ্গিত। প্রচার প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক শেখ শাহনওয়াজের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও এলাকায় তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। সাধারণ মানুষ নীরবে ক্ষুব্ধ এবং পরিবর্তন চাইছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিন মন্দিরে পুজো দেওয়া নির্বাচনী প্রচারের অংশ নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা জানাতে এসেছেন বলেও জানান বিজেপি প্রার্থী। তবে মানুষের ভিড় দেখে তিনি নিশ্চিত, আসন্ন নির্বাচনে কেতুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় অনিবার্য। সব মিলিয়ে, কেতুগ্রামে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে এবং জনমত কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

বসিরহাটে বিক্ষুব্ধ একাধিক তৃণমূল নেতা

জোড়াফুলের শক্ত ঘাঁটিতে ভাঙনের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: তৃণমূলের শক্তঘাটিতে এবার ভাঙন। বসিরহাট লোকসভার মধ্যে থাকা ৭টি বিধানসভার মধ্যে ৬টি বিধানসভার বিগতদিনের জয়ী বিধায়কদের সরিয়ে নতুন মুখ আনায় সংকটে পড়েছে তৃণমূল। কর্মী, সমর্থকদের ভাবাবেগে আঘাত লাগায় ঘরে বাইরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলছে, আর কেউ নিরবে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে। কেউ কেউ আবার গোপনে তৃণমূল প্রার্থী যাতে জিততে না পারে তার ছক সাজাচ্ছেন। ঘাসফুল শিবিরের ঘরের কোন্দল চরমে পৌছাতে চলেছে। এরমধ্যেই কেউ কেউ আবার দল ত্যাগের ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাড়িতে এবার পদ্ম ও আইএসএফ এর ঝান্ডা ওড়ার সম্ভাবনা জোরদার হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতির জন্য বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের দিকেই আঙুল তুলতে শুরু করেছে নিচু তলার কর্মী, সমর্থকেরা।

বসিরহাট লোকসভা ভোটে সাড়ে তিন লক্ষের বেশি ভোট পেয়ে সাংসদ হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাজি নুরুল ইসলাম। এই লোকসভার মধ্যে থাকা ৬টি বিধানসভা বসিরহাট উত্তর, বসিরহাট দক্ষিন, বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ এই ৬টি বিধানসভাতেই নতুন মুখ দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নানান বিতর্ক সত্ত্বেও শুধুমাত্র মিনাখাঁ বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক উষারানি মণ্ডলকে পুনরায় প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষে। সব মিলিয়েই মিনাখাঁয় যেমন বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মিছিল চলছে প্রার্থী বদলের, তেমনই অন্য ৬টি কেন্দ্রতেও বিক্ষোভ চলছে নতুন মুখের উপর অসন্তোষের কারণে। ইতিমধ্যে টিকিট না পেয়ে অভিমানের সুর বাদুড়িয়ার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিমের গলায়। কাজী আব্দুর রহিম বলেন, ‘এই দলে আমি যোগ্য নয়। এরা আমাকে ডেকে এনেছিল সংকটের সময়। কংগ্রেসের এমএলএ থাকাকালীন আমাকে একুশে সংকটের সময় নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন আমি যোগ্য ছিলাম, এখন আমি যোগ্য নয়। শুধু আমি নয় বসিরহাট লোকসভার মোট ৬ জন রানিং বিধায়ককে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমার বাবা গফফার সাহেব ৫০ বছর এমএলএ ছিলেন, আমি এটা ভাবতে পারছি না। পরবর্তী পদক্ষেপ পরে জানাবেন বলে জানিয়েছেন দিলু।’ অন্যদিকে বসিরহাট উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি বুধবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ছেড়ে দলের সিদ্ধান্তে সমালোচনা করে বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকে দলের জন্য মুখবুজে কাজ করে গেছি। কিন্তু দল বারবার আমাকে বঞ্চিত করেছে। তাই ইদের পর অনুগামীদের জন্য সিদ্ধান্ত নেব, আগামী দিন কি করবো।’

মন্দিরে ‘শ্রীরাম যন্ত্র’ স্থাপন রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

অযোধ্যা, ১৯ মার্চ: চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিন বৃহস্পতিবার, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শ্রীরামের নগরী অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরে সনাতন নব সংবৎসর উপলক্ষে ‘শ্রীরাম যন্ত্র’ স্থাপন করলেন। শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের দ্বিতীয় তলের গর্ভগৃহে অভিজিৎ মুহূর্তে বৈদিক আচার্যরা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বিধিবত পূজা-অর্চনা করে এই যন্ত্রটি স্থাপন করেন। বিমানবন্দর থেকে মন্দির পর্যন্ত অযোধ্যাবাসী রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে এক বর্ণাঢ্য ও রাজকীয় সংবর্ধনা জানান। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি মুর্মু অযোধ্যায় পৌঁছালে মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান। এই সময় উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং ব্রজেশ পাঠকও উপস্থিত ছিলেন। অযোধ্যার মেয়র মহন্ত গিরীশ পতি ত্রিপাঠী রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর হাতে ‘নগরের চাবি’ তুলে দেন। এই সম্মানটি নগরের পক্ষ থেকে কোনও অতিথিকে দেওয়া সর্বোচ্চ প্রতীকী সম্মান বলে গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অযোধ্যায় এলেন। বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রপতি যখন শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন, তখন সারা পথ ধরে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রাস্তার দু’ ধারে প্রায় ২০টি সাংস্কৃতিক মঞ্চ সাজানো হয়েছিল, যেখানে প্রায় ২৫০ জন শিল্পী রামায়ণের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে চারপাশ ভক্তিপূর্ণ করে তোলেন। ভারতীয় পোশাকে সজ্জিত শিল্পীরা স্বাগত সঙ্গীত, ভজন, ভোজপুরি লোকগীতি ও লোকনৃত্য সহ ভারতীয় সংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সকলের মন জয় করে নেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অযোধ্যাবাসী পুষ্পবৃষ্টি করে এবং জয়ধ্বনি দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। রাষ্ট্রপতিও হাত নেড়ে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রামলীলার অংশবিশেষ, সুসজ্জিত ঝাঁকি, ঢোল, শঙ্খধ্বনি, বেদপাঠ এবং ভজন-কীর্তনের মতো ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার মাধ্যমে অযোধ্যার সমৃদ্ধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক ঝলক ফুটে ওঠে।

শ্রীরাম মন্দিরে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি মুর্মু সর্বপ্রথম প্রভু শ্রীরামলালার দর্শন করেন এবং পূজা ও আরতি সারেন। এরপর তিনি ‘শ্রীরাম যন্ত্র’ স্থাপনের বিধিসম্মত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিধি মেনে ‘শ্রীরাম যন্ত্র’ স্থাপনের মধ্য দিয়ে শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির নির্মাণ এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হল। যন্ত্রটি স্থাপন হওয়ার সাথে সাথেই মন্দির চত্বর প্রভু শ্রীরামের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাম মন্দির চত্বরটি ঘুরে দেখেন এবং মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা কারুকাজ ও আকৃতিগুলি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন।

এই যন্ত্র স্থাপনের সময় রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেরল থেকে আসা মা অমৃতানন্দময়ী, শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায় এবং অন্যান্য ট্রাস্টি ও সদস্য,সহ সাধু-সন্ত এবং দেশ-বিদেশ থেকে আসা সাত হাজারেরও বেশি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এই ‘শ্রীরাম যন্ত্র’টি দুই বছর আগে জগদগুরু শঙ্করাচার্য বিজয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজ একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অযোধ্যায় পাঠিয়েছিলেন। বৈদিক গণিত এবং জ্যামিতিক আকৃতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই যন্ত্রটিকে দেবতাদের নিবাস বলে মনে করা হয়, যা ইতিবাচক শক্তিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

দক্ষিণ ভারত, কাশী ও অযোধ্যার আচার্যদের দ্বারা মন্দিরে এই শ্রীরাম যন্ত্রের জন্য নয় দিনের বৈদিক অনুষ্ঠান আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এমএসএমই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে: রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: এমএসএমই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, এমনটাই জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষা শিল্প সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ‘গত এক দশকে সরকার এমএসএমই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি এখানে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব না, আপনারা সবাই সে সম্পর্কে জানেন।’ রাজনাথ সিং বলেন, ‘আমাদের বস্ত্র উৎপাদন শিল্প এতটাই উন্নত ছিল যে, ভারতীয় বস্ত্র বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ছিল। অনেক বিদেশি পর্যটক লিখেছেন যে ভারতে এত সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হত যে এক মুঠোয় কাপড় ভাঁজ করা যেত।’ রাজনাথ সিং আরও বলেন, ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির (এমএসএমই) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল সমন্বয়।’ রাজনাথ সিং বলেন, ‘এখন যখন আমরা উন্নত উৎপাদন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলি, তখন এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় এমএসএমই ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। বর্তমান সময়ে অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স এবং উন্নত উৎপাদনের মতো উদ্ভাবনগুলো বিশ্বজুড়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বদলে দিচ্ছে।’

আমদাবাদে কোটি টাকার নকল নোট উদ্ধার, ধৃত ৬

আমদাবাদ, ১৯ মার্চ: গুজরাতের আমদাবাদে নকল ভারতীয় মুদ্রা চক্রের পর্দাফাঁস করল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। অভিযানে মোট ২.৯০ কোটি টাকার নকল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় সুরাতের এক মহিলা-সহ মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া নোটের মধ্যে ২.১০ কোটি টাকা আহমেদাবাদ থেকে এবং ৮০ লক্ষ টাকা সুরাত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ নোট গণনায় প্রায় ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এদিন ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিসিপি অজিত রাজিয়ান জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা চিন থেকে উচ্চমানের কাগজ এনে নকল নোট তৈরি করত।

মূলত জমির লেনদেনে এই নোট খরচ করা হত এবং এজন্য আঙ্গাড়িয়া নেটওয়ার্কও ব্যবহার করা হত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরাইওয়াড়ি এলাকায় একটি সন্দেহভাজন বিলাসবহুল গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়িটিতে ‘সত্যম যোগ ফাউন্ডেশন’ লেখা ছিল এবং সরকারি পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার চেষ্টা চলছিল। তল্লাশিতে সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ নকল নোট উদ্ধার হয়। তদন্তে এই চক্রের যোগ সুরাত পর্যন্ত পৌঁছয়। পরে সুরাতে অভিযান চালিয়ে উচ্চ প্রযুক্তির প্রিন্টিং মেশিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি আরও ৮০ লক্ষ টাকার নকল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় ‘সত্যম যোগ ফাউন্ডেশনে’র সঙ্গে যুক্ত প্রদীপ গুরুজিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা চক্রের সঙ্গে আরও বড় নেটওয়ার্ক জড়িয়ে থাকতে পারে। সেই দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দি সাঁত্রাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কোনা রোড, ষষ্টিতলা, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-৭১১১০৪
দূরভাষ ঃ- ২৬২৭-২৮৬৭/২০৯৪

স্বর্ণ-নীলাম বিজ্ঞপ্তি তারিখ ঃ ২০.০৩.২০২৬

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী দি সাঁত্রাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ষষ্ঠীতলাস্থিত ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে, ব্যাঙ্কের ৩টি শাখার সকল অনাদায়ী স্বর্ণ বন্ধকী ঋন সমূহের সোনার গহনা প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। নীলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নীলাম অনুষ্ঠানের অন্তত ৩ দিন আগে থেকে ব্যাঙ্কের কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে পারে। কোনরূপ কারণ না দেখিয়ে ঐ নীলাম সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে পূর্বে অথবা নীলাম চলাকালীন সময়ে স্থগিত রাখিবার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আছে। এই সম্পর্কে ঋণগ্রহীতা বা আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী কারুর থেকেই ব্যাঙ্ক কোনোরূপ পত্র গ্রহণ করবে না।

নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ইং ২৮শে মার্চ ২০২৬ (শনিবার) বৈকাল ৩ ঘটিকায়।

আদেশানুসারে
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং সিডব্লু-ওটি-টেক-এমএইচকে-২৬-২৭-১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** বাইরের এজেন্সি দ্বারা শপ ফ্লোর, শপ অফিসে যান্ত্রিক উপায়ে গৃহস্থালীর কাজ, অধাতব মূল্যবিহীন বর্জ্য পদার্থ এবং লৌহ ঘটিত ও লৌহ বিহীন বর্জ্য সমূহ ক্যারেজ শপ-এর বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়মিত বাছাই, বোঝাই, খালাস এবং ব্যবস্থাপনা করার কাজ। **কাজের স্থান ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ডাকঘর ঃ খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **মেয়াদঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৩,৩১,৮৫০.৬৪ টাকা। **বায়না অর্থ (বিদ্যমান মূল্য) ঃ** ২,১১,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **চুক্তির মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট পদ্ধতি। **চুক্তির ধরনঃ** পরিষেবা-সাধারণ। **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন। বিশদ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-1327)**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

নং. সিভি/অ্যালটমেন্ট/জিএমইউ/২৬৮/২০১৮, **তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০২৬।**
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার(কমার্শিয়াল), শিয়ালদহ ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, তৃতীয় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ ব্যক্তি বা একক মালিকানাধীন সংস্থা বা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি অথবা অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা যাদের শিয়ালদহ ডিভিশনের ব্যারাকপুর ও শিয়ালদহ স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছরের জন্য মড্যুলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের জন্য তিন বছরের ক্যাটারিং ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড রয়েছে তাদের থেকে প্রতিযোগিতামূলক, একক পর্যায়ের, দুটি প্যাকেট সিস্টেমের ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। প্রস্তাবিত ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **ক্রম নং; স্টেশন; স্টেশনের ক্লাস; ইউনিট নং; ক্যাটাগরি; স্থান; বার্ষিক ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য (টাকা); বায়না অর্থ (ইএমডি) (টাকা); এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)** যথাক্রমে ঃ (১) ব্যারাকপুর; সি; বিপি-২/৮/৯/এ; সাধারণ, প্ল্যাটফর্ম নং ২ (নকশা অনুযায়ী); ₹ ২,৮০,৬১২/-; ₹ ২৯,২০০/-; ₹ ২,২৪০/-; (২) শিয়ালদহ; এ১; এসডিএএইচ/এস-৬এ; সাধারণ, প্ল্যাটফর্ম নং ৭/৮ (নকশা অনুযায়ী); ₹ ৬,৬০,০০৩/-; ₹ ৬৮,৭০০/-; ₹ ৩,৩৬০/-; রিজার্ভ মূল্য, টেন্ডার নথির মূল্য, বায়না অর্থ জমা, বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত টেন্ডার ডকুমেন্ট **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। তাৎক্ষণিক বিডিং-এর জন্য টেন্ডার কেবলমাত্র উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টায়।
SDAH-443/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং এলআরসি-৩-সিটি-আরএ-১৭-আরএসপি, তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৬। ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** কাজের পরিধি অনুযায়ী আরএ কোচগুলির অভ্যন্তরীণ অংশের সম্পূর্ণ সংস্কার। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ₹ ০.০০; কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ₹ ১১,৩১,২০,৭৯৯.৭১; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৭,১৫,৬০০.০০; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৬ দুপুর ২টায়; যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং সংশোধনী-১ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা জানতে টেন্ডারদাতাদের নিয়মিতভাবে আইআরইপিএস পোর্টাল দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। MISC-423/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ফর্ম ইউআরসি - ২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪ (বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অধীনে)
১. এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে মেসার্স বনশীল এনডিআর লজিস্টিক পার্ক এলএলপি (এলএলপিআইএন : এএআর-৬৮১১) সহ এর ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে শেয়ার দ্বারা কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে নথিভুক্তির জন্য রেজিস্ট্রার-পশ্চিমবঙ্গ এর নিকট এক আবেদন দায়ের করা হয়েছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ওয়ারহাউসিং, লজিস্টিকস, ট্রান্সপোর্টেশন এবং ফ্রেট ফরোয়ার্ডিং সার্ভিসেস।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর এক খসড়া কপি পর্যবেক্ষণ করা যাবে -২১, হেমন্ত বসু সরণি, সেন্টার পয়েন্ট, ৪র্থতল, রুম নং ৩০৬, কলকাতা- ৭০০০০১ ঠিকানায়।
এতদ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে আপত্তির বিষয় লিখিতভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ (২১) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৩৫ এর নিকট এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
তারিখ : ২০ মার্চ ২০২৬
আবেদনকারীর নাম(গুলি)
স্বা/-
১. সুশীল কুমার আগরওয়াল
২. বন্দনা আগরওয়াল

লা ওপালা আরজি লিমিটেড
CIN : L26101WB1987PLC042512
রেজি. অফিস : ইকো সেন্টার, ৯ম তল, ইএম - ৪, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল : info@laopala.in, ওয়েব www.laopala.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

লা ওপালা আরজি লিমিটেডের ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ এর ডিমেটেরিলাইজেশন এবং স্থানান্তর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে বিক্রি/কেনা ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহের ডিমেটেরিলাইজেশন এবং স্থানান্তর সুবিধা প্রদান করা হবে।
পূর্বে দাখিলকৃত স্থানান্তর অনুরোধ এবং প্রত্যাখ্যাত, ফেরত, বা ব্যবস্থিত হয়নি নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কারণে সেগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া যাবে। সফল যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি ডিমেটেরিলাইজড আকারে স্থানান্তর করা হবে এবং তা স্থানান্তরের তারিখ থেকে একবছরের জন্য লক-ইন ব্যবস্থায় থাকবে।
কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের মূল শেয়ার সার্টিফিকেট, হস্তান্তর দলিল, কেওয়াইসি এবং অন্যান্য নির্ধারিত নথি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩ ২২৪৩ ৫০২৯ বা ই-মেল contact@mdplcorporate.com নিকট দাখিল করতে উৎসাহী সুযোগ পাওয়ার পরবর্তীতে।
লা ওপালা আরজি লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ১৯ মার্চ ২০২৬ **জিৎ রায় চৌধুরী**
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক

‘সরকে চুনারিয়া’ গান নিয়ে বিতর্ক, নোরা-সঞ্জয় দত্ত-সহ ৫ জনকে সমন

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: ‘সরকে চুনারিয়া’ গানকে ঘিরে অশ্লীলতা ও আপত্তিকর বিষয়বস্তুর অভিযোগে পদক্ষেপ নিল জাতীয় মহিলা কমিশন (এনসিডব্লিউ)। এই ঘটনায় অভিনেত্রী নোরা ফতেহি, অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত-সহ মোট পাঁচজনকে সমন পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোর ভিত্তিতে বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ, গানটির কিছু অংশ যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ, আপত্তিকর এবং বিভিন্ন আইনি বিধির লঙ্ঘন হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে অভিনেত্রী নোরা ফতেহি ও অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও গীতিকার রকিব আলম, প্রযোজক ভেঙ্কট কে নারায়ণ এবং পরিচালক কিরণ কুমারকে ২৪ মার্চ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে হাজির না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, বুধবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছিলেন, সংশ্লিষ্ট ‘সরকে চুনারিয়া’ গানটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। লোকসভায় তিনি বলেন, বাকস্বাধীনতা থাকলেও তা যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে থাকতে হবে এবং সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতকে মান্য করেই তা প্রয়োগ করা উচিত।

ময়দান

৭ বার বিমান বাতিল জুনিয়র মালিঙ্গার, শ্রীলঙ্কা বোর্ডের বাধায় চিন্তায় কেকেআর!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা নাইট রাইডার্স এবারের মরশুমে বোলিং শক্তি বাড়াতে বড় বাজি ধরেছিল শ্রীলঙ্কার তরুণ পেসার মাথিশা পাথিরানার ওপর। তাঁর অদ্ভুত অ্যাকশন এবং ডেথ ওভারে ধারাবাহিক কার্যকারিতা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও আইপিএলে নজর কেড়েছে। সেই কারণেই তাঁকে দলে নেওয়ার পর নাইট শিবিরে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত তিনি দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি, যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে টিম ম্যানেজমেন্টের অন্দরে। অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে অনুশীলন শুরু হয়ে গেলেও পাথিরানার অনুপস্থিতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে। জানা গিয়েছে, চোট থেকে সেরে উঠলেও তাঁকে এখনই আইপিএলে খেলতে ছাড়পত্র দিচ্ছে না শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। ফলে প্রায় প্রতিদিনই তাঁর জন্য বিমানের টিকিট কাটা হচ্ছে, আবার তা বাতিলও করতে হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তা স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলছে। গতবার আইপিএলে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবারে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে কলকাতা। সেই লক্ষ্যেই প্রায় ১৮ কোটি টাকার বড় অঙ্ক খরচ করে পাথিরানাকে দলে নিয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি, যার মালিক শাহরুখ খান। ডেথ ওভারে ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা থাকা এই পেসার একাধিকবার একাই ম্যাচের ফল বদলে দিয়েছেন। ফলে তাঁর উপর প্রত্যাশাও অনেক বেশি।

তবে সাম্প্রতিক অতীত খুব একটা মসৃণ নয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে বল করার সময় চোট পান পাথিরানা। চার ওভার বল করার পর মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে এবং সেই চোটের জন্যই পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যান। যদিও বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অনেকটাই উন্নত, তবুও কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না শ্রীলঙ্কা বোর্ড। আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই তাঁকে বিশ্রামে রাখতে চাইছে তারা। কেকেআর শিবিরের তরফে জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হলেও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত মেলেনি। এক কর্তা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কবে তিনি দলে যোগ দেবেন, তা স্পষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে দল সাজানো এবং বোলিং পরিকল্পনা তৈরি করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ছে। এদিকে পাথিরানার ম্যানেজার অমিলা কালুগালাগে সামাজিক মাধ্যমে কেকেআরের জার্সিতে তাঁর ছবি পোস্ট করায় নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি, তবুও সমর্থকদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে যে খুব শীঘ্রই হয়তো তাঁকে মাঠে দেখা যাবে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখলে, আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ৩২টি ম্যাচ খেলে ৪৭টি উইকেট নিয়েছেন পাথিরানা, ইকোনমি রেট ৮.৬৮। যদিও গত মরশুমে তাঁর পারফরম্যান্স কিছুটা খারাপ ছিল;১২ ম্যাচে ১৩টি উইকেট এবং ওভারপিছু দশের বেশি রান দিয়েছিলেন। তবুও তাঁর প্রতিভা এবং ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সব মিলিয়ে, পাথিরানাকে ঘিরে অনিশ্চয়তা কাটছে না। শ্রীলঙ্কা বোর্ডের সতর্ক অবস্থানের কারণে কেকেআরের বোলিং পরিকল্পনা এখন ঝুলে রয়েছে। তাঁকে ছাড়া মরশুম শুরু করতে হলে বড় ধাক্কা খেতে পারে নাইটরা, আর তাই তাঁর দ্রুত যোগদান এখন দলের কাছে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা।

মুম্বই ম্যাচে শীর্ষস্থান ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ লোবেরার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার আইএসএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসির মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। এই ম্যাচের আগে ফিটনেস সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বাগান হেড কোচ সের্জিও লোবেরা জানিয়ে গেলেন, রবসন ও আলবার্তো দু’জনেই ফিট মুম্বই ম্যাচের জন্য। যদিও অনুশীলনে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজকে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা গেল না। মুম্বই ম্যাচে সম্ভবত টম অলড্রেড ও মেহতাবের জুটিকে দেখা যাবে। অনুশীলনে ফিরেছেন আপুইয়া এবং রবসন রবিনহো। আলবার্তোর চোট খুব একটা গুরুতর না হলেও, তাঁকে নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। ম্যাচে কিছু গেম টাইম হয়তো দেওয়া হতে পারে আলবার্তোকে। রবসন রবিনহো ফিট হলেও প্রথম একাদশে তাঁর থাকার সম্ভাবনা কম, তবে পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে তিনি স্কোয়াডে থাকতে পারেন। বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে যে প্রথম একাদশ নেমেছিল, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধেও সেই একই দল নামানোর সম্ভাবনা প্রবল। এদিনও জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেনরা কর্নার ও ফ্রি-কিক থেকে গোল করার বিশেষ অনুশীলন করেন।

সের্জিও লোবেরা বলেন, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেবিলের টপে থাকা। ঘরের মাঠে মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে।

কলকাতা হকি প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেভাল টাটাকে ৬-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন দর্শন বিভাব গাওকার, চিরন্ত সোমানা, পারতাপ লাখরা-২, আলি আহমেদ ও লাভপ্রীত সিং।

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী)
একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স মহালক্ষ্মী ওয়াশেরিস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U23101WB2011PTC157420) রেজিস্টার্ড অফিস **হোয়াইট হাউস, স্যুট নং ১, ৫ম তল, ১১৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২** সম্পর্কিত।
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **“পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য”** থেকে **“ঝাড়খন্ড রাজ্যে”** পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কেম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হাতে হাতে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের ধরন সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ পাঠাতে পারেন একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
মেসার্স মহালক্ষ্মী ওয়াশেরিস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সাকেত দোকানিয়া
(ডিন : ০২৬৮৪২২৮)
ডিরেক্টর
স্বা/-
নিশা দোকানিয়া
তারিখ : ১৯.০৩.২০২৬ (ডিন : ০৮৪৩১৩৪৫)
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the **original property documents** including the registered title deeds being (i) Deed of Conveyances dated 19th January 1998 between French Motor Car Company Limited and Llyods Finance Limited registered in the office of Registrar of Assurances Calcutta in Book No. 1, Volume No. 80, Pages 230 to 257 being no 1618 for the year 1998 and (ii) Deed of Conveyances both dated 14th October 1999 between Llyods Finance Limited and Shiv Kumar Anil Kumar and both registered in the office of Additional Registrar of Assurances I Calcutta being deed nos 31 and 33 respectively for the year 2000, (iii) **Mutation Certificate issued by Kolkata Municipal Corporation**, and other related documents, relating to Unit Nos. A 10 & A 11, situated at 3rd Floor, ‘FMC Fortuna’, Premises No. 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020, have been misplaced and lost (collectively referred to as “Said Documents”).
The Said Documents were ordinarily kept in the records of ICRA Limited, and could not be traced despite diligent search.
A General Diary bearing 1842 dtd. 18/ 03/ 2026 has been lodged with Bhowanipore Police Station. ICRA Limited, Regd. Office: B 710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001, claims ownership of the Said Documents.
Any person having any claim or information with regard to the Said Documents may intimate the undersigned within **07 (SEVEN) days** of publication, failing which the matter shall be dealt with as per law.
Authorised Representative
ICRA Limited
B 710, Statesman House
148, Barakhamba Road
New Delhi-110001
Phone: +91 124 4545300

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)
১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এতদ্বারা পনেরো দিন পর কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা। (“আরওসি”) এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে “হর্ষ অ্যাডভাইজিং এলএলপি”-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা যায়।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ -
ক. আর্থিক/ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা, দালাল, ডিলার, এজেন্ট হিসেবে কাজ করা এবং যেকোনো ব্যবসা বা পেশা সম্পর্কিত সাধারণ, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক, আইনি, অর্থনৈতিক, শ্রম, উৎপাদন, বিপণন, জনসংযোগ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিসরের পরিষেবা, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করা।
খ. যেকোনো ব্যক্তি, সত্তা, প্রতিষ্ঠান, ফার্ম, কর্পোরেট সংস্থা, সমিতি, সরকার, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ট্রাস্ট বা কল্যাণ সংস্থাকে যেকোনো ব্যবসা, পেশা বা শিল্প সম্পর্কিত আইনি, কর, অর্থ, হিসাবরক্ষণ, মানব সম্পদ, প্রশাসনিক, বিপণন, উৎপাদন, সংগ্রহ সহ সকল বিষয়ে উপদেশমূলক ও পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
গ. অফিস, কারখানা, বাড়ি, হোটেল, রিয়েল এস্টেট, উচ্চমানের ব্যক্তিগত সামগ্রী, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় সকল প্রকার ইন্টেরিয়র ফার্নিচার, সাজসজ্জা ও ফিটিং সামগ্রী, গহনা এবং মূল্যবান পাথর/ধাতু, ঘড়ি, পোশাক এবং পোশাকের উপকরণ ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থাপনা ও নকশা পরামর্শক/উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা এবং সেই উদ্দেশ্যে সরবরাহকারীদের সাথে সাক্ষাৎ করা ও ভারতে বা বিদেশে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের বাস্তব সময়ে প্রদর্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত সামগ্রী ক্রয় ও সংরক্ষণ করা।
ঘ. যেকোনো ব্যক্তি, সত্তা, কর্পোরেট সংস্থা বা সহযোগীদের প্রশাসন, বিপণন, সংগ্রহ, নকশা, লেআউটের সমস্ত বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করা এবং তৎসংক্রান্ত সকল কাজ ও কর্ম সম্পাদন করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি টাওয়ার হাউস, ২এ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, ৬ষ্ঠ তল, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০৬৯-এ অবস্থিত কার্যালয় থেকে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুড়গাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও পাঠাতে পারবেন।
তারিখ ২০ মার্চ, ২০২৬
আবেদনকারীর নাম(সমূহ)
১. হর্ষ বিনানি
২. সৌম্য বিনানি

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ
শুক্রবার ● ২০ মার্চ ২০২৬ ● পেজ ৮

নবপ্রজন্মের প্রেমের অনন্য কাহিনি
মন মানে না

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

'মন মানে না'নামটার সাথে অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। এই নামটায় প্রেম রয়েছে, বিরহ রয়েছে, আনন্দ রয়েছে আর তার সাথে রয়েছে আবেগঘন মুহূর্তে ভেসে যাওয়া। পুরনো ছবি 'মন মানে না' থেকে শুরু করে মেগাস্টার দেব অভিনীত 'মন মানে না' ব্লকবাস্টার হিট হয়েছে। এই নামটিকে অনুকরণ করে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে একটি ছবি। ছবিটির পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়। প্রেম দিবস অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইনস ডে এর আগের দিন ছবিটি মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমবাংলার নানান সিনেমা হল গুলিতে। ছবিটি প্রেমকেন্দ্রিক কমার্শিয়াল ছবি। এই ছবিটিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। সিচুয়েশনশিপ, রিলেশনশিপ এবং বন্ধুত্বের গল্পের সংমিশ্রণ হল এই 'মন মানে না' ছবিটি। জেন ˆ এর ভালোবাসা এই সিনেমায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ছবির গল্পতে দেখা যায় রাহুল এবং বিদিশা দুজন কলেজের বন্ধু। কলেজে রাহুলের প্রেমের ব্যর্থতার হতাশায় প্রবোধ দানকারী এবং সান্ত্বনা দানকারী বিদিশা রাহুলকে কেয়ার করে কিন্তু রাহুল কখনো বুঝতেই পারেনি যে এই বিদিশার মনে তার জন্য কত বড় জায়গা রয়েছে। কলেজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে যার মত এদিক ওদিক ছিটকে যায়। দুজনের রাস্তার দুদিকে ভাগ হয়ে যায়। আবার বেশ কয়েক বছর পর আকস্মিকভাবেই দেখা হয়ে দুজনের। ততদিনে বিদিশার জীবনে রণজয় বলে একটি ছেলের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার দেখা হওয়ার পর রাহুল বিদিশাকে একটা কথাই বলে। যে একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের তিনবার দেখা হয়। একবার প্রথমবার আলাপের সময় তারপর ভালো সময় আর খারাপ সময়। ভালোবাসা কোন দিকে মোড় নেবে? বিদিশার জীবনে কে থাকবে আসলে? রাহুল নাকি রনজয়?

এই ছবিটিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছে ঋত্বিক ভৌমিক, শাশ্বত কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায় এবং সৌম্য মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে খরাজ মুখার্জি, শ্বেতা মিশ্র, সুদীপা বসু প্রীতি সরকার প্রমুখরা । সিনেমাটি প্রশংসিত হয়েছে মূলত শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায়ের এবং সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের জন্য। নবাগত হিয়া চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অসাধারণ। প্রথম ছবিতেই তার এত সাবলীল অভিনয় দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরী। ঋত্বিক ভৌমিকের এটি প্রথম বাংলা ছবি তবুও এই প্রথম বাংলা ছবিতে তিনি যথার্থ অভিনয় করেছেন। সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের জবাব নেই। প্রতিবারের মতো এবারেও অভূতপূর্ব অভিনয় দিয়ে দর্শকদের হৃদয় জয় করেছেন তিনি। খরাজ মুখার্জির অভিনয় এই ছবিতে অন্য একমাত্রা নিয়ে এসেছে যা ছবির মানকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।। শ্বেতা মিশ্র, সুদীপা বসু এবং প্রীতি সরকারের অভিনয় খুবই সুন্দর। প্রীতি সরকারের কথা না বললেই নয়। ইউটিউবার তথা কনটেন্ট ক্রিয়েটর থেকে সরাসরি অভিনয়ের জগতে পা রাখলেন তিনি। তার অভিনয় বেশ বাস্তবোচিত এবং চরিত্রের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ।স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্সে শাশ্বত চ্যাটার্জি এবং রুক্মিণী মৈত্রের ক্যামিও গল্পটিকে জমজমাট করে তুলেছে। এই ছবির প্রত্যেকটি গানই অনবদ্য। প্রত্যেকটি গানই একে অপরকে ছাপিয়ে গিয়েছে। নিলায়ন চ্যাটার্জির সংগীত পরিচালনায় মন মানে না টাইটেল ট্র্যাক, কে তুমি নন্দিনী, যাওনা, কনিয়ে কনিয়ে গানগুলি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর যা দর্শকদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। সবমিলিয়ে 'মন মানে না' ২০২৬ নতুন প্রজন্মের প্রেমের ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ।

পরাশক্তি: মাতৃভাষাই যখন রাজনৈতিক বিবর্তনের সাক্ষী

শুভজিৎ বসাক

সাম্প্রতিককালে ZEE5 প্ল্যাটফর্মে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পরাশক্তি' চলচ্চিত্রটি ভারতের ইতিহাসের এক অগ্নিগর্ভ ও শোণিতসিক্ত অধ্যায়কে পুনরায় জনসমক্ষে উন্মোচিত করেছে। ১৯৫২ সালের মূল চলচ্চিত্রের আদর্শিক উত্তরাধিকার বহনকারী এই নির্মাণটি মূলত দক্ষিণ ভারতে হিন্দি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তীব্র প্রতিরোধের এক শক্তিশালী শৈল্পিক দলিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারত যখন একটি নবজাতক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীয় অস্তিত্ব অন্বেষণ করছিল, তখন 'এক জাতি, এক ভাষা'র সংকীর্ণ তত্ত্বটি বৈচিত্র্যময় ভারতের অখণ্ডতাকে এক কঠিন অস্তিত্ব সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলোতে এই আন্দোলন কেবল আবেগসর্বস্ব ছিল না, বরং তা ছিল আত্মপরিচয় রক্ষার এক মরণপণ সংগ্রাম।

'পরাশক্তি' সিনেমাটি কেবল একটি বিনোদনমূলক কাজ নয়, বরং এটি সমকালীন ভারতের এক জ্বলন্ত রাজনৈতিক ভাষ্য। কাহিনির পরতে পরতে পরিচালক দেখিয়েছেন কীভাবে একটি জাতির আত্মপরিচয় তার ভাষার ওপর নির্ভরশীল এবং সেই ভাষায় আঘাত হানলে কীভাবে সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে। চলচ্চিত্রের সংলাপে উঠে এসেছে সেই অমোঘ সত্য; ভাষা কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং তা মানুষের রুটি-রুজি এবং মৌলিক অধিকারের সমার্থক। সিনেমার কুশীলবদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট অভিব্যক্তি এবং রাজপথের উত্তাল স্লোগানগুলো দর্শকদের মনে করিয়ে দেয় যে, একটি চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি কীভাবে নাগরিকের স্বাভাবিক সৃজনশীলতাকে রুদ্ধ করে দেয়। 'পরাশক্তি' মূলত সেই প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর, যারা ক্ষমতার দম্ভের কাছে নিজের মায়ের ভাষাকে বিলিয়ে দিতে অস্বীকার করে এবং এক মহাকাব্যিক লড়াইয়ের সূচনা করে। এই সিনেমার মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি, কেন ভাষা আন্দোলনের বীজ কোনো ল্যাবরেটরিতে নয়, বরং সাধারণ মানুষের ক্ষুব্ধ হৃদয়ে জন্ম নেয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রথম হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছিল। তবে স্বাধীনতার পর ১৯৬০-এর দশকে তা চরম শিখরে পৌঁছায়। বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে তামিলনাড়ুতে যে ছাত্রবিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা ছিল নজিরবিহীন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেই কালপর্বের দাঙ্গায় প্রায় ৭০ জন প্রাণ বিসর্জন দেন, যার মধ্যে বহু ছাত্র পুলিশের বর্বরোচিত গুলিতে শহীদ হন। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক অভিঘাত ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটে এবং ডিএমকে ক্ষমতায় আসীন হয়; যাদের রাজনৈতিক উত্থানের মূল সঞ্জীবনী শক্তিই ছিল এই ভাষা আন্দোলন। আজও দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে 'আঞ্চলিকতা' এবং 'ভাষাগত স্বকীয়তা' একটি প্রধান নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল। পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা রক্ষার তাগিদ থেকে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলো আজও কেন্দ্রীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য বর্ম হিসেবে দণ্ডায়মান।

ভাষা কেবল ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়; এটি একটি জাতির সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর। যখন কোনো জনপদ বা জাতির ওপর বিজাতীয় ভাষা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাদের স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার অপমৃত্যু ঘটে। ডজ্ঞ্ল(ঋঞ্জ এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭,০০০ ভাষার মধ্যে ৪০ শতাংশ ভাষা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, শিশুরা যদি তাদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় গ্রহণ না করে, তবে তাদের শিখন ক্ষমতা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত বিচার করলে দেখা যায়, ভারতের ২০১১ সালের সর্বশেষ উপলব্ধ আদমশুমারি অনুযায়ী, হিন্দিভাষী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৩.৬৩ শতাংশ। অর্থাৎ, অবশিষ্ট ৫৬.৩৭ শতাংশ মানুষের হৃদস্পন্দন ও কথন অন্য কোনো মাতৃভাষায় স্পন্দিত হয়। ভারতের মতো একটি বহুভাষিক রাষ্ট্রে যেখানে ১২১টি প্রধান ভাষা এবং ১,৫৯৯টির অধিক উপভাষা বিদ্যমান, সেখানে একক কোনো ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা বৈজ্ঞানিক ও সামাজিকভাবে চরম ঝুঁকিপূর্ণ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, মাতৃভাষায় পারদর্শিতা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে একটি ধনাত্মক ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। যে দেশগুলো স্বীয় মাতৃভাষাকে জাতীয় অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে (যেমন- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বা জার্মানি), তাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং উদ্ভাবনী সূচক (জ্জ::দ্রঙ্খদ্র: জ্জ:ত্মত্রঅ) অন্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল। 'পরাশক্তি' চলচ্চিত্রটি আমাদের এই ধ্রুব সত্যটিই পুনঃস্মরণ করিয়ে দেয় যে; মাতৃভাষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড চূর্ণ হলে জাতি হিসেবে আমাদের শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর সামর্থ্য চিরতরে বিলুপ্ত হবে। আজও যখন 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বা প্রশাসনিক স্তরে হিন্দিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখন ১৯৬৫ সালের সেই অগ্নিঝরা ছাত্র আন্দোলনের স্মৃতি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। ভাষার লড়াই মূলত সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং আত্মমর্যাদা রক্ষারই নামান্তর। ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সেই চিরন্তন সুর তখনই বলবৎ থাকবে, যখন প্রতিটি ভাষা তার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা লাভ করবে।।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর নিশ্চিন্তে নেই তৃণমূল হাইকম্যান্ড

শুভাশিস বিশ্বাস

শাসকদলের ৭৪ জন বর্তমান বিধায়ককে এবার প্রার্থীই করা হল না। টিকিট দেওয়া হয়নি ৫ জন বর্তমান মন্ত্রীকেও। একই কারণে যে প্রার্থী না করার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের অনেকেই নিজে থেকে এবার ভোটে দাঁড়াতে চাইছিলেন না। কেউ তাঁর জায়গায় সন্তানকে প্রার্থী করার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন তৃণমূল হাইকম্যান্ডের কাছে। আবার দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে জেলে গিয়েছেন কেউ। তাদের অনেককেই এবার প্রার্থী করা হয়নি। নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নদিয়ার পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যকে এবার টিকিট দেয়নি দল। আবার নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাও টিকিট পেলেন না। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের জুলাইয়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি তাঁকে গ্রেফতার করার পর তাঁর মন্ত্রিত্ব যায়।*দল থেকেও সাসপেন্ড করা হয়। গত বছরের নভেম্বরে জামিনে জেল থেকে ছাড়াও পেয়েছেন তিনি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁর বিধানসভা এলাকায় আওয়াজ উঠেছিল পার্থকেই যেন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়। একসঙ্গে নিজে থেকে এলাকায় জনসংযোগে নামেন পার্থ। তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রতি তাঁর আস্থার কথাও জানান। কিন্তু, ভোট ময়দানে শিকে ছিঁড়ল না তাঁর।**পাশাপাশি টিকিট দেওয়া হয়নি একুশের নির্বাচনে জেতা বাবুল সুপ্রিয়কেও। কারণ, তিনি কয়েকদিন আগে রাজ্যসভায় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। এর পাশাপাশি টিকিট দেওয়া হয়নি বাঁকুড়ার রানিবাঁধের বিধায়ক জ্যোৎস্না মান্ডিকে। বর্তমানে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী পদে রয়েছে জ্যোৎস্না মান্ডি।*তাঁর জায়গায় এবার সেখানে প্রার্থী হলেন তনুশ্রী হাঁসদা। *অন্যদিকে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন।* মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে তাজমুল হোসেনের জায়গায় প্রার্থী করা হল মহম্মদ মাতেবুর রহমানকে। যুব ও ক্রীড়া দফতরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। মনোজ তিওয়ারি শিবপুরের বিধায়ক। সেখানে প্রার্থী করা হল রানা চট্টোপাধ্যায়কে। আর মৎস্য দফতরের মন্ত্রী ও পূর্ব মেদিনীপুরের বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক বিপ্লব রায়চৌধুরীও এবার টিকিট পাননি। তাঁর জায়গায় পাঁশকুড়া পূর্ব আসনে তৃণমূল প্রার্থী করেছে অসীম কুমার মাজিকে। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ার বিধায়ক মঞ্জু বসু যে এবার টিকিট পাবেন না, তা কয়েকদিন আগেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। বাস্তবে হলও তাই। নোয়াপাড়ায় এবার টিকিট পেয়েছেন তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য। আবার জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্তকেও এবার টিকিট দেওয়া হল না। তাঁর জায়গায় টিকিট পেলেন বিজয় উপাধ্যায়। এদিকে অভিনেতা-বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবার প্রার্থী হতে চাইছিলেন না।*এবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে আর তাঁকে টিকিট দিল না দল। সেখানে প্রার্থী করা হল সব্যসাচী দত্তকে। বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা নদিয়ার রাণাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীকে টিকিট দিল না দল। সেখানে প্রার্থী করা হল সৌগত কুমার বর্মণকে।* মালদহের মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকে এবার টিকিট দেওয়া হয়নি। ওই আসনে টিকিট পেলেন কবিতা মণ্ডল। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র এবার টিকিট পাননি। সেখানে শাসকদল প্রার্থী করেছে দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়কে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের দীর্ঘদিনের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়াকে এবার টিকিট দেয়নি শাসকদল। সেখানে প্রার্থী হয়েছেন আশিস হুদাইত। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্টকে এবার টিকিট দেওয়া হল না। সেখানে এবার টিকিট পেলেন প্রতিভারানি মাইতি। হুগলির বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী টিকিট নাও পেতে পারেন বলে জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হল। বলাগড়ে তৃণমূল প্রার্থী করল রঞ্জন ধাড়াকে। আর এই ৭৪ জন বিধায়ককে প্রার্থী না করায় দলের মধ্যে তৈরি হয়েছে অসন্তোষ। শুধু তাই নয়, অনেক বর্ষীয়ান বিধায়ককেও দেখা গেছে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করে সরাসরি হুমকি দিতে। এক্ষেত্রে সবার আগে নিঃসন্দেহে চলে আসবে ফরাক্কার মণিরুল ইসলাম, চুঁচুড়ার অসিত মজুমদার, রাজগঞ্জের খগেশ্বর রায়ের ঘটনা। শাসকদলের সিদ্ধান্তে নোয়াপাড়া বা কলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকার মানুষও যে খুশি তা কিন্তু নয়। আবার শওকতকে ক্যানিং পশ্চিমে প্রার্থী চেয়ে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তৃণমূল কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগে মণিরুল ইসলামকে নিয়ে রাজ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এসআইআর শুনানির সময় গত ১৪ জানুয়ারি ফরাক্কার বিডিও অফিসে ঢুকে ভাঙচুরের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল তাঁর। এই ঘটনায় সরব হয়েছিল বিজেপি।* ফরাক্কার সেই বিদায়ী বিধায়ক মণিরুল ইসলামকেই এবার টিকিট দিল না তৃণমূল কংগ্রেস। আর টিকিট না পেয়েই শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, তৃণমূলের টিকিট না পেলেও ফরাক্কা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে কোন দলের টিকিটে প্রার্থী হবেন, তা খোলসা করলেন না।*একইসঙ্গে বিদায়ী বিধায়ক মণিরুল বলেন,*'ফরাক্কার মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আজকে বলির পাঁঠা হলাম। একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিচ্ছি, ফরাক্কার মানুষ আমার হৃদয়ে রয়েছে। আর আমি আশাবাদী, ফরাক্কার মানুষের হৃদয়ে আমি রয়েছি।' তৃণমূলের টিকিট না পেলেও ফরাক্কা থেকে যে তিনি লড়বেন, তা স্পষ্ট করে দিয়ে জানান, 'আগামিদিনে আমি ফরাক্কা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। দল এখনই আমি বলছি না। তবে আমি লড়ব। পদাধিকারী যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা গণহারে পদত্যাগ করবেন।' এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কংগ্রেসের মইনুল হক ফরাক্কায় ২৫ বছর বিধায়ক ছিলেন। ২০২১ সালে তাঁকে পরাজিত করে বিধায়ক হয়েছিলেন মণিরুল। সেকথা উল্লেখ করে এদিন বিদায়ী বিধায়ক বলেন,* '২৫ বছরের বিধায়ককে হারিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আজকে ব্লক থেকে হোক, জেলা থেকে হোক চক্রান্ত করা হয়েছে।' অর্থাত, ফরাক্কাতে খেলা হবে বলে পাল্টা তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। মণিরুলের মতো টিকিট না পেয়ে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়ও। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের দীর্ঘদিনের বিধায়ক খগেশ্বর রায় খুব স্পষ্ট ভাবেই জানান, 'টাকার কাছে হেরে গেলাম।' প্রসঙ্গত, রাজগঞ্জে এবার তৃণমূল প্রার্থী করেছে অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণকে। এই খগেশ্বরকে বিদ্ধ করে তৃণমূল এসসি ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস। বললেন, 'মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ভোট দেয়। খগেশ্বরকে দেখে নয়। চারবারের বিধায়ক। কিন্তু নিজের বুথে জিততে পারে না। আবার বড় বড় লেকচার দিচ্ছে। আর ওর লেকচার আমরা বসে বসে শুনবো? এবার আরও বেশি ভোটে স্বপ্না জিতবে।' এদিকে সূত্রে খবর, তৃণমূল সুপ্রিমোর ফোনে মান ভেঙেছে খগেশ্বরের। তবে মনের গহিনে বর্ষীয়ান নেতা খগেশ্বর বা তাঁর দলবলের কি চলছে বলা কঠিন। এতো সহজে এই অবহেলা ভুলতে পারবেন কি না খগেশ্বর তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

প্রার্থী নিয়ে প্রতিবাদের ছবি ধরা পড়েছে খণ্ডঘোষেও। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নবীন বাগের নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দলের অন্দরে চরম অসন্তোষ, বিদ্রোহের সুর দানা বেঁধেছে। প্রার্থী তালিকায় নবীন বাগের নাম আসতেই দলের ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের প্রভাবশালী নেতা, একাধিক অঞ্চলের সভাপতিরা একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।*খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল সভাপতি অপার্থিব ইসলামের নেতৃত্বে একঝাঁক নেতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা নবীন বাগকে কোনওভাবেই প্রার্থী হিসেবে মেনে নেবেন না। এই প্রতিবাদের সামিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় সহ গোপালবেরা, কৈয়ড়, বেরুগ্রাম, সগরাই, শাঁকারি-১ এবং উখরিদ অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিরা।

বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ছয়টি আসনেই এবার বিদায়ী বিধায়কদের টিকিট না দিয়ে নতুন মুখ নিয়ে এসেছে ঘাসফুল শিবির। এই প্রার্থী তালিকায় যেমন রয়েছে বড়সড় চমক, তেমনই টিকিট না পেয়ে বাদ পড়েছেন একাধিক পরিচিত মুখ। বাদ একাধিক হেভিওয়েট বিধায়ক। সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে সরিয়ে এবার প্রার্থী করা হয়েছে ঝর্ণা মন্ডলকে। একইভাবে বাদুড়িয়া বিধানসভাতেও টিকিট পাননি বিদায়ী বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম। তাঁর পরিবর্তে লড়াইয়ের ময়দানে বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন। হিঙ্গলগঞ্জেও পরিবর্তন, সেখানে দেবেশ মণ্ডলের জায়গায় দলের নতুন মুখ আনন্দ সরকার।*

একই ছবি দেখা গিয়েছে বসিরহাটের বাকি কেন্দ্রগুলিতেও। বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক রফিকুল ইসলামের পরিবর্তে এবার লড়বেন তৌসিফ রহমান। হাড়োয়া কেন্দ্রে দলের দীর্ঘদিনের বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলামকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে আব্দুল মাতিনকে। অন্যদিকে, বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রেও বড় বদল এনেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে বিদায়ী বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে সুরজিৎ মিত্র ওরফে বাদলকে। আর তা নিয়েই এখন জেলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কারণ, মুখ বদলে কতটা রাজনীতির অঙ্ক বদলানো যাবে তা নিয়ে কিন্তু থেকেই যাচ্ছে প্রশ্ন।

অন্যদিকে টানা তিনবারের বিধায়ক অসিত মজুমদার। কিন্তু এবার বিধানসভা ভোটে তাঁর উপর আর আস্থা রাখেনি দল। প্রার্থী করা হয়েছে দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। এমন ঘটনায় বিধায়কের গলায় আক্ষেপের সুর। কিছুটা অভিমানে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অসিত মজুমদার তো জানিয়েই দেন, 'রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিলাম। দল বললেই কাজ করতে হবে? আমি কি দলের ঠ্যাকা নিয়ে আছি? আমরা তো চুনোপুটি লোক, তাহলে আমাদের সাথে কেন কথা বলবে। আমি মনে করেছি খামতি নেই, ওরা মনে করেছে আমার খামতি আছে। না হলে তিনবার আমাকে দিল এবার দিল না কেন?' তাঁর এও সংযোজন, 'আবার দরকার বলে ওকালতি শুরু করব। উকিলের ডিগ্রি আছে, বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট আছে আবার কোর্টে যাব। তবে রাজনীতি আর করব না।' তবে পরে নাকি ভোটযুদ্ধে নামার আগে দেবাংশু অসিতবাবুর কাছে আশীর্বাদ চেয়ে ক্ষতস্থানে মলম লাগানোর কাজ করে এসেছেন বলে খবর। তবে এতো সহজে অসিতবাবু দলের এই অবহেলা ভুলতে পারবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আর মন্তেশ্বরে ফের একবার সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নাম ঘোষণা করতেই শুরু তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তা থামাতে পুলিশকে রীতিমতো লাঠিপেটা করতে হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মন্তেশ্বরের ব্লক সভাপতি আহমেদ হোসেনের সঙ্গে রাজ্যের বিদায়ী গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর বিরোধ দীর্ঘদিন ধরেই লেগে রয়েছে। সূত্র মারফত খবর, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী নাম ঘোষণার পরেই তাঁর অনুগামীরা বাজি ফাটাতে শুরু করেন। আনন্দ-উত্তেজনায় আবির খেলেন তাঁরা। এরপর এই নিয়েই আহমেদ গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী আছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে লাঠিচার্জ করে, ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন।

শাসকদলের এতোগুলো বিধানসভা এলাকায় প্রার্থী বদল করা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ। কারণ, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক কয়েকদিন আগে প্রার্থী বদল করা হলে নতুন এলাকার মানুষদের মনে এই নতুন ভোট পাখিরা কতটা ছাপ ফেলবেন তা নিয়ে সংশয়ে অনেকেই। কারণ, নানা ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে নতুন প্রার্থী দেওয়ায় বহু এলাকায় শাসকদলের অন্দরেই তৈরি হয়েছে এক অসন্তোষ। আর এই অসন্তোষের আগুন যে সবসময় বিরাট আকার ধারন করছে তা নয়, কোথাও তা জ্বলছে ধিকিধিকি করে। আর এখানেই বীজ বপন হচ্ছে সংশয়ের। যাঁরা বিধায়ক ছিলেন তাঁদের অনুগামীরা ঠিক কতটা উজাড় করে দেবেন ২০২৬-এর প্রার্থীদের জন্য! আর যে সব প্রতিবাদী বিধায়কেরা তৃণমূল সুপ্রিমোর ফোন পাওয়ার পর নিজেদের অবস্থান বদল করেছেন তাতেও কতটা ফল হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এর পাশাপাশি আরও একটা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। তা হল, নতুনরা নয় এলেন, কিন্তু তাঁরা কতটা ছাপ ফেলতে পারবেন মানুষজনের মধ্যে। কারণ যে ৭৪ জন বিধায়ককে প্রার্থী না করার অর্থ তাঁরা এলাকায় ঠিক মতো কাজ করেননি বা কোনও না কোনও পর্যায়ে তাঁদের গাফিলতি ছিল। ফলে তাঁদের সঙ্গে এলাকার মানুষদের এক দূরত্ব তৈরি যে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এমন এক প্রেক্ষিতে নতুন করে জনসংযোগ স্থাপন করা বেশ কঠিন কাজ বটেই। শুধু তাই নয়, গত ৫ বছরে মানুষের মনে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়েছে তা মুছে দিয়ে নতুন করে জায়গা নেওয়াটাও বড়ই কঠিন হতে চলেছে শাসকদলের প্রার্থীদের কাছে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে এবার বঙ্গে এক প্রতিষ্ঠান বিরেধী হাওয়ার চোরাস্রোত বইছে। ফলে 'মমতা-ম্যাজিক' সেখানে কতটা কাজ করে সেটাই দেখার। আর এই ম্যাজিক কাজ না করলে প্রার্থী বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত বুমেরাং হওয়ার বড্ড বেশি সম্ভাবনা শাসকদলের কাছে। ফলে সব দেখে মোটেই নিশ্চিন্তে নেই তৃণমূল হাইকম্যান্ড।